উনিশ বর্ষ সংখ্যা ১
জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

Vol.19, Issue 1
January-March 2019

NEWS LETTER

জাদুঘর সমাচার

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ■ BANGLADESH NATIONAL MUSEUM

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদকীয়

দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মুখপত্র 'জাদুঘর সমাচার' জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ সংখ্যা নতুন উদ্যোগে ও উদ্যমে প্রকাশিত হলো। এই সংখ্যাটিতে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাদুঘর বিষয়ক চারটি প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হলো। এগুলোর লেখক ও বিষয় হলো: ড. স্বপন কুমার বিশ্বাসের 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর: গৌরবময় ১০৫ বছর', ড. বিজয় কৃষ্ণ বণিকের 'পোড়ামাটির শিল্পকর্মে নতুন লোকমাত্রা', ড. শিহাব শাহরিয়ারের 'পালকি' এবং জনাব সাইদ সামসুল করীমের 'ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে একদিন'।

জাদুঘরের নিয়মিত কর্মসূচি এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির সচিত্র সংবাদ এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় জাদুঘরের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি জাতীয় জাদুঘর সম্পর্কিত তথ্যমূলক লেখা জাদুঘর প্রেমী ও পাঠকসমাজকে জাদুঘরের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস। জাদুঘর সমাচারের পরবর্তী সংখ্যাগুলো আরও তথ্যবহুল এবং নান্দনিক করার পরিকল্পনা রয়েছে। যাতে ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাদুঘর বিষয়ক নানামাত্রিক লেখা প্রকাশ করা হবে। বাংলাদেশের লেখক-গবেষকদের এ বিষয়ে লেখার জন্য অনুরোধ করা হলো। আমরা মনে করি, জাদুঘর আপনার, আমার এবং সবার। সবার সহযোগিতায় জাদুঘর এগিয়ে যাবে তার নান্দনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে-এ প্রত্যাশা রইলো।

সূচি

	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর: গৌরবময় ১০৫ বছর ড. স্বপন কুমার বিশ্বাস	০৫
পোড়ামাটির শিল্পকর্মের নতুন লোকমাত্রা ড. বিজয় কৃষ্ণ বণিক	১১
পালকি ড. শিহাব শাহরিয়ার	১৪
ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে একদিন সাইদ সামসুল করীম	১৬
প্রশিক্ষণ, জাদুঘর পরিদর্শন, অবসর গ্রহণ, শোক সংবাদ, সংগৃহীত নিদর্শন প্রকাশনা, দর্শক সংখ্যা	১৮-২৫
গ্রন্থাগারে সংগৃহিত বই, যোগদান, অনুষ্ঠানমালা, কথ্য ইতিহাস ধারণ ও সংরক্ষণ, শ্রদ্ধাঞ্জলি	২৭-৩৬
বিদেশ ভ্রমণ, মিলনায়তন-প্রদর্শনী গ্যালারিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়োজিত অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী এবং জাদুঘর পরিদর্শনের সময়সূচি	৩৭

প্রচ্ছদচিত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিতে স্থায়ীভাবে এবং বর্তমানে জাদুঘরের প্রধান লবিতে প্রদর্শিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ। ভাস্কর: শ্যামল চৌধুরী

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরসমূহ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ওসমানী জাদুঘর, সিলেট

আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা

জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ

স্বাধীনতা জাদুঘর, ঢাকা

সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর, কুষ্টিয়া

পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন স্মৃতি জাদুঘর ও লোক সংস্কৃতি কেন্দ্র, ফরিদপুর

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরঃ গৌরবময় ১০৫ বছর

ড. স্বপন কুমার বিশ্বাস

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গৌরবের ১০৫ বছর অতিক্রম করলো। নানা ঘটনা এবং উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে এর পথ চলা। জাতীয় জাদুঘর সম্পর্কে কিছু বলতে হলে প্রথমেই বলতে হবে ঢাকা জাদুঘরের কথা। কেননা ঢাকা জাদুঘরকে আত্তীকৃত করে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ঢাকা নবগঠিত বাংলা ও আসামের রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৯০৯ সালের শরৎকালে শিলং থেকে কিছু মুদ্রা স্থানান্তরের প্রস্তাবের মাধ্যমে ঢাকায় একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত ঘটে। ঢাকা জাদুঘর থেকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তর এবং এর কার্যকালকে সংক্ষেপে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়।

ব্রিটিশ-ভারত সময়: শিলং থেকে ঢাকায় প্রেরিত মুদ্রাগুলো যথাস্থানে সংরক্ষণের জন্য বিশিষ্ট মুদ্রাতত্ত্ববিদ এইচ ই স্ট্যাপলটন ১ মার্চ ১৯১০-এ পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ল্যান্সলট হেরারকে ঢাকায় একটি জাদুঘর স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি ঢাকায় একটি জাদুঘর স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে ঢাকায় জাদুঘর স্থাপনের বিষয়ে কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী ঢাকায় যে জাদুঘর স্থাপনের সূত্রপাত ঘটে বঙ্গভঙ্গ রদে সেই উদ্যোগ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ফলে ঢাকার সংস্কৃতিমনা ও সুধীজন এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন। তাঁদের প্রচেষ্টা এবং ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার এন বনহাম কার্টার-এর উদ্যোগে ঢাকার নর্থব্রুক হলে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় গভর্নর লর্ড কারমাইকেলকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সভা উপলক্ষ্যে প্রাচীন মূর্তিসহ বেশ কিছু প্রাচীন নিদর্শনের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। লর্ড কারমাইকেল প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হন। তিনি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাদুঘর স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৫ মার্চ ১৯১৩ সালে সরকারি গেজেট প্রকাশের মধ্যে দিয়ে ঢাকা জাদুঘর আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাময়িক সাধারণ কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকা বিভাগের কমিশনার নিকালাস ডি বিটসন বেল সভাপতি এবং এইচ ই স্ট্যাপলটন অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। কমিটিকে ঢাকা জাদুঘর পরিচালনার জন্য খসড়া নীতিমালা প্রস্তুতের জন্য নির্বাহী কমিটি গঠনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তৎকালীন সচিবালয়ের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) একটি কক্ষে ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ঢাকা জাদুঘর উদ্বোধন করেন।

১৮ নভেম্বর ১৯১৩ সালে প্রভিশনাল নির্বাহী কমিটি প্রণীত বিধিমালা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই নীতিমালা অনুযায়ী সাধারণ ও নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার দু'টি পরিষদেরই সভাপতি নির্বাচিত হন। নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ হলেন- ১. সভাপতি, মি. এফ সি ফ্রেঞ্চ, আই সি এস ২. অবৈতনিক সম্পাদক, এইচ ই স্ট্যাপলটন আই ই এস ৩. সদস্য, মি. এফ ডি এসকোলি, ৪. মি. আর কে দাস, বার এ্যাট ল ৫. খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন ৬ প্রফেসর সত্যেন্দ্র নাথ ভদ্র ও ৭. খান সাহেব খাজা মোহাম্মদ আজম। ১৯১৪ সালের ৩ মার্চ নবগঠিত সাধারণ পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ১৯১৪-১৫ অর্থবছরের খরচের জন্য ৫,০০০ রুপি বরাদ্দের এবং ট্রেজার ট্রোভ এ্যাক্টের আওতায় ঢাকা জাদুঘরকে মুদ্রা প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়। ৯ এপ্রিল ১৯১৪ সরকার ট্রেজার ট্রোভ এ্যাক্টের আওতায় মুদ্রা প্রাপ্তির স্বীকৃতি প্রদান করে। ফলে ঢাকা জাদুঘর ভারতবর্ষের জাদুঘর তালিকায় ১৯তম এবং বাংলায় ২য় স্থান লাভ করে। এরপর থেকে মোটামুটি নিয়মিতভাবে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত এবং সরকার কর্তৃক উদ্ধারকৃত প্রত্নিদর্শন ঢাকা জাদুঘরে আসতে থাকে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে ভারতবর্ষের প্রথম জাদুঘর সম্পর্কে দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের প্রথম জাদুঘর এশিয়াটিক সোসাইটি জাদুঘর। ব্রিটিশ লেখক ও অভিধান রচয়িতা ড. স্যামুয়েল জনসন উপমহাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসন্ধান ও জানার প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করে ফোর্ট উইলিয়ামের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে একটি পত্র দেন। তারই প্রেক্ষাপটে ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি গঠিত হয়। কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স ৩০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সভাপতি হন। ১৭৯৬ সালের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিক অনেক নিদর্শন তারা সংগ্রহ করে। এ সংগ্রহই কলকাতায় একটি জাদুঘর তৈরির প্রেক্ষাপট তৈরি করে। পরবর্তীতে ১৮১৪ সালে উপমহাদেশের প্রথম জাদুঘর হিসেবে এশিয়াটিক সোসাইটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. স্যার নাথনিয়াল ওয়ালিচ প্রথম কিউরেটর নিযুক্ত হন।

বর্তমানে এটি কলকাতা জাদুঘর হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, ১৯১০

সালের সেপ্টেম্বরে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। দীঘাপতিয়া রাজবংশজাত দয়ারামপুরের জমিদার কুমার শরৎ কুমার রায়, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় এবং শিক্ষাবিদ রমাপ্রসাদ চন্দ বরেন্দ্র অনুসন্ধান এবং এ জাদুঘরের কর্ণধার ছিলেন।

সরকার ২৬ জুন ১৯১৪ তারিখে ঢাকা জাদুঘরের জন্য ৩,০০০ রুপি অনুমোদন দেয় এবং ঢাকা জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় জাদুঘর পরিচালনার সমস্ত অর্থ প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে প্রদান করা সম্ভব নয়। স্থানীয় জনগণের নিকট থেকে দান হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। নির্বাহী পরিষদের প্রথম সভা ১৯১৪ সালের ১৯ মে স্ট্যাপলটনের রমনার বাসায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কিউরেটর এবং প্রাকৃতিক ইতিহাস শাখার জন্য একজন সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। অতঃপর ঢাকা ট্রেনিং কলেজের ড. এন গুপ্তকে সাময়িকভাবে ঢাকা জাদুঘরের প্রাকৃতিক ইতিহাস শাখায় মাসিক ৩০ রুপি ভাতায় সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি ঢাকা জাদুঘরের প্রথম কর্মকর্তা হিসেবে ১ জুলাই ১৯১৪ সালে যোগদান করেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মাসিক ১০০ রুপি বেতনে ৬ জুলাই কিউরেটর হিসেবে যোগদান করেন। ৭ আগস্ট ঢাকা জাদুঘর উদ্বোধন করা হলেও ২৫ আগস্ট ১৯১৪ তারিখে দর্শকদের জন্য জাদুঘর খুলে দেয়া হয়। এ সময়ে জাদুঘরে প্রদর্শিত নিদর্শন সংখ্যা ছিল ৩৭৯টি। ইতোমধ্যে নিদর্শনের সংগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় জাদুঘরকে আরও দুটি রুম বরাদ্দ দেয়া হয়। ক্রমবর্ধমান সংগ্রহ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ১৯৬৫ সালে নিমতলীতে নির্মিত ঢাকার নায়েব নাজিমদের প্রাসাদের টিকে থাকা দেউরি ও বারোদুয়ারিতে ১৯১৫ সালের জুলাইতে ঢাকা জাদুঘর স্থানান্তরিত হয়। ১৯১৬ সালের ২২-২৮ আগস্ট ঢাকা জাদুঘরে কারু ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন লর্ড কারমাইকেল। প্রদর্শনীতে প্রবেশ মূল্য ছিল ১ আনা। প্রদর্শনীর শেষ দিন শুধু মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

১৯৩৬ সালের ১০ অক্টোবর সরকার ঢাকা জাদুঘর সাধারণ এবং নির্বাহী পরিষদ বিলুপ্ত করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট জাদুঘর কমিটি গঠন করে। কমিটির সদস্যগণ ১. সভাপতি, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সদস্য ২. এল আর ফোওকার্স, কমিশনার ঢাকা বিভাগ ৩. ড. আর সি মজুমদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪. ড. এম আই বোরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫. খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী ৭. রায় সত্যেন্দ্র নাথ ভদ্র বাহাদুর ৮. ব্যারিস্টার আর কে বোস ৯. সদস্য-সচিব, কিউরেটর ঢাকা জাদুঘর।

পাকিস্তান সময়: ১৯৪৭ সালের ভারত পাকিস্তান বিভক্তির কয়েক মাস আগে অর্থাৎ ৬ ফেব্রুয়ারি কর্মরত অবস্থায় ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে অর্থাৎ ভট্টশালীর জীবনাবসানের পর থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে ঢাকা জাদুঘর অতিবাহিত হয়। এসময়ে কোন নিয়মিত কিউরেটর ছিলেন না। ভট্টশালীর মৃত্যুর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখার কীপার সুবোধ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাময়িকভাবে ঢাকা জাদুঘরের অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাসিক ৫০ রুপি হারে বেতন পেতেন। ৩ জানুয়ারি ১৯৫১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিডার আহমাদ হাসান দানীকে অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর নিয়োগ দেয়া হয়। এভাবে ১৯৬৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রফেসর আবু মহামেদ হবিবুল্লা, প্রফেসর সিরাজুল হক, ড. মফিজুল্লাহ কবির পর্যায়ক্রমে অবৈতনিক খণ্ডকালীন কিউরেটর হিসেবে ঢাকা জাদুঘর পরিচালনা করেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ব্রিটিশ সময়কালে জাদুঘরে অর্থের টানাটানি ছিল। ১৯১৪-১৫ সালে সরকার থেকে ৩,০০০/- টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। ১৯১৫-১৬ আবর্তক খরচ বাবদ ৪,০০০/- টাকা এবং অনাবর্তক খরচ বাবদ ৩,৫০০/- টাকা বরাদ্দ পায়।

১৯৪৭ সালের ৬ মে এক পত্র মারফৎ প্রাদেশিক সরকার ঢাকা জাদুঘরের দায়ভার গ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করে এবং জানায় যে জাদুঘর পরিচালনা কমিটি যদি এটি পরিচালনার দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করে তবে সরকারের কোনো আপত্তি থাকবে না। এ সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ১২ আগস্ট ১৯৪৭ ঢাকা জাদুঘর কমিটি এ জাদুঘর পরিচালনার দায়িত্বভার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর থেকে ঢাকা জাদুঘর পরিচালনা কমিটি উপদেষ্টা পরিষদে রূপান্তরিত হয়। কারণ উক্ত কমিটির সকল সিদ্ধান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে ঢাকা জাদুঘর বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে রূপান্তরিত হয়। ১৯৫০ সালের ১১ নভেম্বর ঢাকা মিউজিয়াম কমিটি ৯ সদস্য থেকে সম্প্রসারিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সভাপতি করে ১৬ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। ১৯৫১ সালে এ কমিটি ১৮ সদস্যে উন্নীত হয়।

আহমদ হাসান দানী ১৯৫১ সালে ঢাকা জাদুঘরে যোগ দেবার পরে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের পুনর্বিন্যাসের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে একটি কক্ষ মুসলিম গ্যালারি হিসেবে তৈরির বিষয়ও ছিল। উল্লেখ্য এর পূর্বে ঢাকা জাদুঘরে মুসলিম ঐতিহ্যের কোনো আলাদা গ্যালারি ছিল না।

৫. ড. দানী জাদুঘরের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেন, যাতে ঢাকা জাদুঘর ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ

জাতীয় জাদুঘর হিসেবে রূপ লাভ করতে পারে। পরিকল্পনাটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রথমে তেমন সাড়া না পেলেও পরে বিষয়টি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় এবং অনুমোদনের জন্য প্রাদেশিক সরকারের নিকট পেশ করা হয়। অতঃপর প্রাদেশিক সরকার ঢাকায় একটি জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার জন্য ৬ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নেয়।

ভট্টশালীর মৃত্যুর পরে নিদর্শন সংগ্রহের কার্যক্রম একেবারে স্তিমিত হয়ে যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় ভট্টশালীর মৃত্যুর পরে এবং অবৈতনিক কিউরেটর হিসেবে দানীর নিয়োগের পূর্বে বেলেপাথরের একটি পিলার ব্যতীত কোনো নিদর্শন সংগৃহীত হয়নি। ড. দানী নিদর্শন সংগ্রহের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, বিশেষ করে মুসলিম গ্যালারির জন্য। তিনি ঢাকার বিশিষ্ট ও অভিজাত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। ফলে অনেকেই বিভিন্ন নিদর্শন জাদুঘরে প্রদান করেন। এ সময়ে সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুর ইসলামিক পাণ্ডুলিপি, কুরআন শরীফসহ অনেক নিদর্শন জাদুঘরে দান করেন। খান সাহেব মৌলবী আবুল হাসনাত ১৯ শতকের ঈদ ও মহররম পেইন্টিং দান করেন।

১৯৬১ সালে দিনাজপুর মহারাজার মুদ্রাসহ বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ১৩,০০০/- টাকার বিনিময়ে ঢাকা জাদুঘরে সংগৃহীত হয়। ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলধা জাদুঘরের সংগ্রহ ঢাকা জাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়। এখানে স্মর্তব্য যে, নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী ১৯৩৫ সালে এক চিঠির মাধ্যমে বলধা জাদুঘরের সকল নিদর্শন ঢাকা জাদুঘরে দান করার প্রস্তাব করেন। স্থান সংকুলান সাপেক্ষে ঢাকা জাদুঘর কমিটি ২৩ এপ্রিল ১৯৩৫ উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এদিকে ১৯৫৯ সালে বারোদুয়ারির ছাদ ভেঙ্গে পড়ে। তিন বছর আট মাস দর্শকদের জন্য জাদুঘর বন্ধ থাকার পর ১৯৬২ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক গভর্নর আব্দুল মোমেন খান সম্প্রসারিত ঢাকা জাদুঘর ভবন উদ্বোধন করেন। ১৯৬২ সালে জনাব এনামুল হক সহকারী কিউরেটর হিসেবে ঢাকা জাদুঘরে যোগদান করেন। মিউজিওলজি বিষয়ে ইংল্যান্ডে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফেরার পরে ১৯৬৫ সালের ১৮ জুন জনাব এনামুল হক কিউরেটর হিসেবে যোগাদন করেন। পূর্ণাঙ্গ কিউরেটর হিসেবে জনাব এনামুল হকের যোগদানের পর থেকে ঢাকা জাদুঘরে গতি সঞ্চার হয়। জাদুঘরকে আকর্ষণীয় করার জন্য নানা প্রচেষ্টা নেয়া হয়। নিদর্শন সংগ্রহের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এদিকে ১৯৬৬ সালে শাহবাগে বর্তমান জাদুঘরের জায়গায় প্রাদেশিক গভর্নর আব্দুল মোমেন খান স্থপতি রবার্ট জি বুই-এর নকশায় প্রাদেশিক জাদুঘর ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত ঢাকা জাদুঘরের ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঢাকা জাদুঘরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে এই অনুষ্ঠানে আনার কারণে ৭ আগস্টের পরিবর্তে ২৮ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। প্রেসিডেন্ট আগা মোহম্মদ ইয়াহিয়া খান ২৮ ডিসেম্বর ঢাকা জাদুঘরের ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রীসহ ৫ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্বের উপর একটি বিশেষ প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। ২৯ ডিসেম্বর পেইন্টিং এর উপর একটি বিশেষ প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। এছাড়া জাদুঘরে শিক্ষা-কার্যক্রম, শিল্পকলা, প্রত্নতত্ত্বের দুর্লভ পুস্তক ও পাকিস্তান জাদুঘর উন্নয়নের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদগণ এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। শেষদিন অর্থাৎ ৩ জানুয়ারি ১৯৭০ সন্ধ্যায় প্রাচীন গানের আসর হয়। এছাড়া প্রতিদিন জাদুঘর, শিল্পকলা এবং প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

ঢাকা জাদুঘরের ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এদেশের জাদুঘর আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এসময়ে ঢাকা জাদুঘর সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সহায়তা পায়। বার্ষিক সরকারি অনুদান তিন হাজার টাকা, সামরিক আইন প্রশাসক জোন বি থেকে পায় তিন লক্ষ টাকা, প্রেসিডেন্টের নিকট থেকে দুই লক্ষ টাকা, প্রাদেশিক সরকার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা, ব্যুরো অব ট্যুরিজম থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি পঁচিশ হাজার টাকা, ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন দশ হাজার টাকা, অর্থাৎ ঢাকা জাদুঘর ছয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা অনুদান পায়। ফলে জাদুঘরের গ্যালারি ও প্রদর্শনীতে আধুনিক শোকেস ও লাইটিং এর ব্যবস্থা করা হয়। এ সময়ে জাদুঘরের নিচতলার সম্প্রসারণ এবং দোতলা নির্মাণ করা হয়। ১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল সরকার ঢাকা জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ অধ্যাদেশ জারি করে। ফলে ঢাকা জাদুঘর একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়। জুন মাসে ঢাকা জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ পুনর্গঠিত হয়। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরী বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান হিসেবে অপরিবর্তিত থাকেন।

২৫ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক গভর্নর এ্যাডমিরাল এস. এম. আহসান সম্প্রসারিত জাদুঘর ভবন উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ সময়: ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার পরে ঢাকায় একটি জাতীয় জাদুঘর গড়ে তোলার জন্য ১৯৭২ সালের ২২

অক্টোবর ঢাকা জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের পরিকল্পনা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। ১৯৭২ সালের ১০ মে প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত ৪৯টি স্মৃতি নিদর্শন জাদুঘরে উপহার হিসেবে প্রদান করেন। জাদুঘরের পরিচালক ড. এনামুল হক উচ্চ শিক্ষা লাভ করে ১৯৭৩ সালের ১০ নভেম্বর জাদুঘরে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালের ২ জানুয়ারি সরকার ১১ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় জাদুঘর কমিশন গঠন করে। এ কমিশনের প্রথম সভায় ঢাকা জাদুঘরকে কেন্দ্র করে জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকা জাদুঘরে ১৯৭৪ সালের ২০ এপ্রিল দুই দিনব্যাপী হীরক জয়ন্তী উৎসব উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি মুহম্মদ উল্লাহ। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুষ্ঠানের জন্য শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৮ জুন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় জাদুঘর কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ঢাকা জাদুঘরকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর হিসেবে অনুমোদন দেন এবং ২৭ ডিসেম্বর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রকল্প অনুমোদন করে। স্বাধীনতার পর থেকে ঢাকা জাদুঘর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তরিত হবার জন্য নানাবিদ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে। ফলে জাদুঘরে দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নিচে দর্শক সংখ্যার কয়েকটি নমুনা দেয়া হলো:

১৯২৬-১৯২৭	=	২৮,৮৮৫	জন
১৯৩৬-১৯৩৭	=	৪১,৬৭৯	জন
১৯৪৭-১৯৪৮	=	৩৭,৩২৫	জন
১৯৬৪-১৯৬৫	=	১,৪৪,৪১৩	জন
১৯৭৫	=	২,৫৮,৬৪৩	জন
১৯৮৫	=	১৬,৮৪,৬৭৭	জন
১৯৮৮	=	১১,৯৯,৪০৬	জন
১৯৯২-১৯৯৩	=	৬,৯৬,৩৬২	জন
২০০২-২০০৩	=	৫,৮৩,৩৮৬	জন
২০১২-২০১৩	=	৫,২৮,০১০	জন
২০১৭-২০১৮	=	৭,৬০,৫৫৭	জন

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন ১৯৯২ সালে যখন দর্শকদের জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শনের জন্য টিকেট প্রথা চালু হয়, আমাদের রেকর্ড অনুসারে তখন থেকে দর্শক সংখ্যা দারুণভাবে কমে যায়। যেমন- ১৯৮৮ সালে দর্শক সংখ্যা ১১,৯৯,৪০৬ জন কিন্তু ১৯৯২-১৯৯৩ অর্থ-বছরে দর্শক সংখ্যা ৬,৯৬,৩৬২ জন। ১৯৯৩-১৯৯৪ অর্থবছরে ৬,৩৯,৩৯৩ জন, যা ১৯৮৮ সালের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। এ চিত্র দেখে মনে হয় টিকেট প্রথা চালু হবার পূর্বে যে পদ্ধতিতে দর্শক সংখ্যার হিসাব রাখা হতো সেখানে কোনো ত্রুটি ছিল।

১৯৭৬ সালের ৬-৯ মার্চে ঢাকা জদুঘর প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক বঙ্গীয় শিল্পকলা সম্মেলন করে। রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম সম্মেলন উদ্বোধন করেন। ঐ বছরের ৭ আগস্ট ঢাকা জাদুঘর শিক্ষামূলক কর্মসূচি স্কুল বাস অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের জাদুঘরে আনা-নেয়ার জন্য স্কুল বাস চালু করে, যা তৃতীয় বিশ্বে অনন্য ঘটনা। ১৯৭৭ সালের ১৬ মার্চ শাহবাগে জাতীয় জাদুঘর ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৭৮ সালে জাদুঘরে ইসলামী শিল্পকলা শীর্ষক প্রদর্শনী হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ৩-১৮ এপ্রিল পর্যন্ত প্রদর্শনীটি চলে। ১৯৭৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বাস এ জাদুঘরে চালু হয়।

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ জাতীয় জাদুঘর অর্ডিন্যান্স জারি হয় এবং ১৫ নভেম্বর প্রফেসর মুহম্মদ শামস্-উল হককে সভাপতি করে জাতীয় জাদুঘর প্রযত্ন সংসদ গঠন করা হয়। ঐ বছর ১৭ নভেম্বর ১,১৫৩.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শাহবাগে তৈরি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ভবন তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ উদ্বোধন করেন। এরপর অব্যাহত গতিতে জাতীয় জাদুঘরের উন্নয়ন চলতে থাকে। ১৯৯২ সালে সালের ১ জুলাই থেকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শনের জন্য ২ টাকা মূল্যের প্রবেশ টিকেট চালু করা হয়।

ভারতের নয়াদিল্লীর রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালার ১৫১টি ইসলামী শিল্পকলার নিদর্শন নিয়ে ১৯৯৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত মাসব্যাপী একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ১২ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের সহায়তায় ১৯৭৪ সালে ধারণকৃত 'যুক্তরাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধু: কিছু বিরল আলোকচিত্র' শীর্ষক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঐ বছর ১২ নভেম্বর জাতীয় জাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক মিশন ও অলিয়াঁস ফ্রাসেস মহাস্থানগড়ে বাংলাদেশ ও ফরাসি খনন দল কর্তৃক আবিষ্কৃত ও জাতীয় জাদুঘর সংগৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মাসব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের।

জাতীয় জাদুঘর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে ২০১২ সালের ৯-২০ জুলাই খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত নির্বাচিত ৭৫৫টি মুদ্রার প্রদর্শনী হয়। আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস ২০১২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৩৮ নম্বর গ্যালারিতে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান। ২০১৩ সালের ২০ জানুয়ারি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত জাতীয়

জাদুঘরে তথ্য যোগাযোগ ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে জাদুঘরের সকল নিদর্শনের তথ্য ও ছবি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। জাতীয় জাদুঘরের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্ষব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ৮-৯ জুলাই ২০১৩ আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে ৩৮ টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। জাপান, মালয়েশিয়া, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সুইজারল্যান্ড থেকে ১৫ জন বিশিষ্ট গবেষক এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা লাভ করেছে। নতুন নতুন বিষয়ভিত্তিক জাদুঘর এই জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আবার প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণেও অনেক জাদুঘর তৈরি হচ্ছে যেগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর নয়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা প্রয়োজন ১৯৮৯ সালের ২৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় সংস্কৃতি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান এবং সদস্য-সচিব ছিলেন কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ। উক্ত কমিটি সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ে কিছু সুপারিশ করে ১. "বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, রাজশাহী বরেন্দ্র জাদুঘর ও অন্যান্য জেলা পর্যায়ের জাদুঘরসমূহ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন না হওয়ায় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য ঐ অধিদপ্তরের নাম "প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর" রাখতে হবে" (অনুচ্ছেদ ৯, ৪.৬)। ২. "বিষয়ভিত্তিক জাদুঘরসমূহের সুষ্ঠু উন্নয়ন ও পরিচালনার স্বার্থে শাহজাদপুর রবীন্দ্র জাদুঘর, শিলাইদহ রবীন্দ্র জাদুঘর, চাখার শেরেবাংলা যাদুঘর, সাগরদাঁড়ি মাইকেল মধুসূদন যাদুঘর ও চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে ন্যাস্ত করতে হবে" (অনুচ্ছেদ ৯.৪.৭)।

উক্ত সুপারিশের আলোকে ১৯৯০ সালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর অধিদপ্তর'কে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করে এবং শাহজাদপুর রবীন্দ্র জাদুঘর, শিলাইদহ রবীন্দ্র জাদুঘর, চাখার শেরেবাংলা জাদুঘর, সাগরদাঁড়ি মাইকেল মধুসূদন জাদুঘর ও চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার আদেশ জারি করে। জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে হস্তান্তর প্রক্রিয়া অনানুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে সময় এসেছে এ বিষয়টি নতুন করে ভাববার যে বিষয়ভিত্তিক জাদুঘর জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণে আনা যায় কিনা? আবার জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়ভিত্তিক জাদুঘরগুলো জাতীয় জাদুঘরের শাখা জাদুঘর হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু কোনো একটি দেশের জাতীয় জাদুঘর সমগ্র জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরের কোনো কোনোটি প্যালেজ মিউজিয়াম, আর্ট মিউজিয়াম বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক জাদুঘর। উন্নত বিশ্বে জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণে বিষয়ভিত্তিক শাখা জাদুঘর রয়েছে এমন নজির পাওয়া কঠিন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভারতের জাতীয় জাদুঘর (১৯৪৯), পাকিস্তানের জাতীয় জাদুঘর (১৯৫০), ব্রিটিশ মিউজিয়াম (১৭৫৯) ব্রিটেন, হার্মিটেজ মিউজিয়াম (১৭৬৪) রাশিয়া, মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্ট (১৮৭০) আমেরিকা, ল্যুভর মিউজিয়াম (১৭৯৩) ফ্রান্স-এর কোনো শাখা জাদুঘর নেই। তাই জাতীয় জাদুঘর এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রিত বিষয়ভিত্তিক জাদুঘরগুলো সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ডিরেক্টরেট অব মিউজিয়াম নামে একটি উইং সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে পরিচালনা করার বিষটিও ভেবে দেখা যায়।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ১৯৮৩ সালের অর্ডিন্যান্স মতে পরিচালত হয়। এই জাদুঘর অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতা বলে স্থানান্তরযোগ্য প্রত্ননিদর্শন সংগ্রহ করে। আবার প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এন্টিকুইটিজ এ্যাক্ট ১৯৬৮ (১৯৭৬ সংশোধিত)-এর ক্ষমতা বলে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করে। ফলে নিদর্শন সংগ্রহের ক্ষেত্রে জাতীয় জাদুঘর ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাথে কখনও ভুল বোঝাবুঝির বা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যখন কোন একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পায়, তখন জাতীয় জাদুঘর ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সেটি সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। জেলা প্রশাসন বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিদর্শনটি কোন প্রতিষ্ঠানকে দেবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সত্তর দশকে ও আশির দশকে জাতীয় জাদুঘরের কর্মকাণ্ড এবং প্রচারে জেলা প্রশাসকের হেফাজতে রক্ষিত অধিকাংশ প্রত্ননিদর্শন জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত হতো। কিন্তু পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তৎপরতায় জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে কিছুটা ভাটা পড়ে। ফলে ১৯৯৪ সালে জাতীয় জাদুঘরের অনুরোধে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটককৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন জাতীয় জাদুঘরে হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ করে। একইভাবে ২০০৩ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে উদ্ধারকৃত/আটককৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে জাতীয় জাদুঘরে হস্তান্তরের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসকদের পত্র দেয়া হয়। এন্টিকুইটিস এ্যাক্ট ১৯৬৮ অনুযায়ী প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহে খনন কাজ করে। জাতীয় জাদুঘর খনন কাজ পরিচালনা করে না। কিন্তু খননে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ খননে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য নিদর্শন জাতীয় জাদুঘরে দর্শকদের জন্য প্রদর্শন করা প্রয়োজন।

অবশ্য ১৯৭৬ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর থেকে খননে প্রাপ্ত কিছু নিদর্শন জাতীয় জাদুঘর পায়। যার মধ্যে থেকে বেশকিছু প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সৌজন্যে জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে। নতুন নতুন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য কিছু নিদর্শন যাতে সব সময় পাওয়া যায় আইনে সেরকম ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সরকার জাতীয় জাদুঘরের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন নতুন ভবন তৈরির প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে। ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত নিদর্শনের সংখ্যা ৯১,৪৫৯। বর্তমানে প্রায় ৪৫টি গ্যালারিতে প্রায় ২০ হাজার বর্গমিটার জায়গায় বিভিন্ন গ্যালারিতে নিদর্শনাদি প্রদর্শিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে ১৯১৩ সালে ভাগ্যকুলের জামিদার রাজা শ্রীনাথ রায় জাদুঘরের লাইব্রেরির জন্য এক হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেন।

জাদুঘরের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এ লাইব্রেরিটি সমৃদ্ধ, যেখানে ৩৬ হাজারেরও অধিক গবেষণাধর্মী পুস্তক সংগৃহীত আছে। নতুন ভবন নির্মাণ হলে প্রদর্শনী এলাকা আরও বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান জাদুঘরের গ্যালারিগুলোতে একমুখী চলাচলের ব্যবস্থা আছে। এখানে নিদর্শনের শ্রেণিভিত্তিক গ্যালারি রয়েছে। দর্শকগণ কোনো একটি ফ্লোরে প্রবেশ করলে ঐ ফ্লোরের সকল গ্যালারি দেখার বাধ্যবাধকতা থেকে যায়। ড. এনামুল হক এই প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে যে, দেশের সাধারণ মানুষ জাদুঘরে এলে যেন আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সকল উপাদান সম্পর্কে অন্তত কিছু না কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারে। কিন্তু আধুনিক জাদুঘরবিদ্যার সাথে বিষয়টি খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও জাদুঘরবিদ ড. আহমদ হাসান দানী ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি ১৯৯৭ সালের জানুয়ারিতে ইতিহাস বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঢাকায় আসেন। তখন দৈনিক জনকণ্ঠে (জানুয়ারি ২৪, ১৯৯৭) একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন সংগ্রহের দিক থেকে জাতীয় জাদুঘর অনেক সমৃদ্ধ। এখানে গ্যালারিতে নিদর্শনগুলো বিক্ষিপ্তভাবে অর্থাৎ সময়ানুক্রমিক বা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী সাজানো নেই। এগুলোকে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা যেমন- প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ, মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল, সেন, সুলতানি আমল, মোগল আমল, ব্রিটিশ আমল ইত্যাদি সভ্যতার নিদর্শন দিয়ে সময়ানুক্রমিকভাবে সাজানো প্রয়োজন। আমরা আশা করি নতুন ভবন নির্মাণের পরে যখন প্রদর্শনীর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যাবে তখন এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

1. *1st Annual Report of the Dacca Museum for the year ending March 31, 1915.*
2. *2nd Annual Report of the Dacca Museum for the year ending March 31, 1916.*
3. *A Resume of the Activities of the Dacca Museum form 1926-27 to 1934-35.*
4. *Annaual Report of the Dacca Museum 1935-36, 1936-37, 1937-38,* 1938-39, *1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45.*
5. *Report of the working of Dacca Museum (1947-1952), Ahmed Hasan Dani.*
6. *A General Guide to the Dacca Museum 1964, A B M Habibulla.*
7. *Enamul Haque, 1970, Survey of Museums & Archaeological Education & Training in East Pakistan.*
8. *Firoz Mahamud & Habibur Rahman 1987, The Museums in Bangladesh, Bangla Academy, Dhaka.*
9. *A short history of the Bangladesh National Museum, Firoz Mahamud.*
10. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৮৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বক্তৃতা ১৯৯৮।
11. সৈয়দ আমীরুল ইসলাম (সম্পাদিত), ২০০০, বাংলাদেশের জাদুঘর, সময় প্রকাশ, ঢাকা।

লেখক: সাবেক কীপার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

পোড়ামাটির শিল্পকর্মে নতুন লোকমাত্রা

ড. বিজয় কৃষ্ণ বণিক

প্রাচীনকাল থেকে পোড়ামাটির শিল্পকর্ম ও ব্যবহার্য নিদর্শন মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ব্যবহার হয়ে আসছে। প্রতিটি পরিবারের প্রয়োজনীয় বাসনপত্রের চাহিদা মেটানোর জন্য মাটির তৈরি জিনিসপত্র ব্যবহার করা হতো। তখন শৈল্পিক চিন্তার চেয়ে প্রয়োজনীয়তার উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো বিধায় শৈল্পিক ও নান্দনিকতার বিষয়টি ততটা গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় নি। সরল ও সাধারণ দৈহিক গঠনের মাধ্যমেই মাটির তৈরি জিনিসপত্রের আকার প্রকাশ করা হতো। বর্তমানে মাটির তৈরি জিনিসপত্রের চাহিদা কমে যাবার ফলে সভ্য দুনিয়াতে চাহিদা সৃষ্টির লক্ষে লোক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তাতে শৈল্পিক ও নান্দনিক রূপ দিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সে লক্ষ্যে ইউনেস্কোর আর্থিক সহায়তায় এবং বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদের আয়োজনে নওগাঁস্থ পাহাড়পুরের নিকটবর্তী মিঠাপুর গ্রাম এবং জামালগঞ্জ গ্রামের পালপাড়ার ২৬ জন লোকশিল্পীকে পোড়ামাটির শিল্পকর্মে শৈল্পিক ও নান্দনিক রূপ এবং আধুনিক ফরম ও ডিজাইনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদেরকে এ বিষয়ে উপযুক্ত করা হয়। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে পোড়ামাটির শিল্পকর্ম তৈরি করার পর ২০ জন শিল্পীর শিল্পকর্ম দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী হলে ১০-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ একটি মেলা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষিত শিল্পীদের শিল্পকর্ম ও নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ব্যবহার উপযোগী জিনিসপত্রাদি তৈরির কৌশল ও লোকমাত্রার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মেলায় অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে। শিল্পীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও শিল্পকর্মের নতুন লোকমাত্রার প্রতিফলন প্রবন্ধটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। পোড়ামাটির শিল্পকর্ম আমাদের সাংস্কৃতিক গৌরব ও আমাদের ঐতিহ্য।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী হলে আয়োজিত মেলা ও প্রদর্শনীতে লোকশিল্পীবৃন্দ

মাটি সংগ্রহ ও উপযুক্তকরণ: মাঠ থেকে পরিষ্কার এঁটেল মাটি অর্থাৎ কণা, ময়লা ও আবর্জনাবিহীন আঠাল মাটি কোদালের সাহায্যে কেটে সংগ্রহপূর্বক মাঠে বসেই পানি দিয়ে ভিজিয়ে দেয়া হয়। সংগৃহীত ভিজানো মাটি কোদাল দিয়ে ২/৩ বার কুচি কুচি করে কুপিয়ে কাটা হয়। এ ধরনের মাটি কাটাকে খাজান বলে। খাজান মাটিতে প্রয়োজনমত পানির ছিটা দিয়ে খোলায়/মাঠে বসে ভিজিয়ে নরম করে বহনের জন্য বড় বড় গোটা/দল করা হয়। গোটাকৃত মাটি ভার বাঁশে করে কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়িতে আনা হয়। এ কাজটি সাধারণত পুরুষেরা করে থাকেন। সংগৃহীত মাটির উপর হালকা বালু অথবা ছাই ছিটিয়ে পা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মেশান হয়। বালু/ছাই মিশ্রিত মাটি লাক (মাটি কাটার বিশেষ যন্ত্র যা লোহার তৈরি পাত) দিয়ে কোপনো হয় এবং মাটির ভিতরের যাবতীয় কণা, আবর্জনা ও অন্যান্য শক্ত জাতীয় পদার্থ বাছাই করে ফেলে দেয়া হয়। বাছাইকৃত মাটি পা দিয়ে বার বার পাড়ানোর পর যখন মসৃণ ও আঠালো হয় তখন মাটিটি শিল্পকর্ম তৈরির জন্য উপযুক্ত হয়।

শিল্পকর্ম তৈরির কৌশল: বাস্তবতা এবং সৃজনশীল চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়ে পোড়ামাটির লোকশিল্পকর্ম আঁতাল/ছোঞ্চো/ডাইস/ফরমা, চাক/হাতে এবং সরাসরি হাতে টিপে টিপে তৈরি করা হয়। আবার কোন কোনটি উল্লিখিত পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে তৈরি হয়ে থাকে।

আঁতাল/ ছোঞ্চো/ ডাইস/ ফরমায় তৈরি শিল্পকর্ম : আঁতাল/ ছোঞ্চো/ ডাইস/ ফরমায় তৈরির জন্য প্রথমে ছোট গোটা/ দলা মাটিকে পা দিয়ে পিশে পিশে রুটি আকৃতির করা হয়। পরে আঁতাল/ ছোঞ্চো/ ডাইস/ ফরমার উপর বসিয়ে পিটোন ও কোড়নের সাহায্যে কাঙ্ক্ষিত আকারে রূপান্তরিত করা হয়। যে সকল শিল্পকর্ম আঁতাল/ ছোঞ্চো/ ডাইস/ ফরমায় তৈরি হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– চাড়ি, গাছা, ঘট, ফুলের টব, পাতিল, কদা, ঢাকনা, পিঠার সাজ, রুটির তাওয়া, পানের বাটা, তেলের প্রদীপ, ধূপতি, মাছ ধোঁয়ার থালা, দই পাত্র, চিতই পিঠার খোল, ভাগার বাটি, ভাত খাবার বাসন, মশলার বাটি, ঢাকনা এবং ফলক ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে চাড়ি, গাছা, ঘট, ফুলের টব সাধারণত পুরুষ শিল্পীরা এবং বাকিগুলো মহিলা বা মেয়েরা তৈরি করে থাকেন।

ফুলের টব

ফলক

পিঠার সাজ

ফুলের টব

চাক ও হাতে তৈরি শিল্পকর্ম: পোড়ামাটির শিল্পকর্ম তৈরির জন্য প্রথমে ছোট গোটা/দলা মাটিকে চাকের উপর বসিয়ে জোরে চাকটিকে একটি লাঠির সাহায্যে ঘোরানো হয়। ঘূর্ণনরত আবস্থায় ছোট গোটা/দলা মাটিকে দুই হাতের সাহায্যে আকার দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করা হয়। চাকের সাহায্যে যে সকল জিনিসপত্র তৈরি করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- হাড়ি-পাতিল, পুজার ঘট, বাতি, কলসী, ধূপতি, খেলনা (কলস, বদনা, জগ, পাতিল, থালা-বাসন ও গ্লাস ইত্যাদি) ও ফুলদানি ইত্যাদি।

পাতিল (শখের হাড়ি)

হাতে তৈরি শিল্পকর্ম: ছোট আকৃতির পোড়ামাটির শিল্পকর্ম তৈরির জন্য প্রথমে ছোট গোটা/দলা মাটিকে দুই হাতের সাহায্যে টিপে টিপে আকার দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় জিনিসপত্র তৈরি করা হয়। এতে কোন ধরনের কোন ফরমা, চাক বা বড় ধরনের কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। শিল্পীর নিজস্ব ঢং ও নির্মাণশৈলীতে লোকনিদর্শনের আকর্ষণীয় আকারে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি হয়। হাতের সাহায্যে সাধারণত যে সকল জিনিসপত্র তৈরি হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–খেলনা। যেমন-হাতি, ঘোড়া, পুতুল, মাছ, টেপাপুতুল, সাজি, পিপা, তেলের প্রদীপসহ বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শন উপকরণ ইত্যাদি।

ঘোড়া

টেপাপুতুল

তেলের প্রদীপ

মাছ

এছাড়াও কিছু কিছু জিনিসপত্র আঁতাল/ছোঞ্চো/ডাইস/ফরমাও হাতে তৈরি হয়। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ধাপ পুতুল, ফলক, ডাবর, ব্যাংক, ফুলদানি, ভাপা পিঠার হাঁড়ি, ঝাঁঝর, কণা/কান্দা/বিড়া ও জগ ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু জিনিসপত্র আঁতাল/ছোঞ্চো/ডাইস/ফরমা, চাকও হাতে তৈরি হয়। যেমন- পাখি হাঁড়ি, বড় ডাবর ও বড় ফুলদানি ইত্যাদি।

ধাপ পুতুল

ফুলদানি

ডাবর

ঝাঁঝর

শিল্পকর্ম তৈরিতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি: খুব সাধারণ ধরনের যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পোড়ামাটির লোকনিদর্শন তৈরি করা হয়। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-কাঠের হাতা, কোড়ন (মাটির তৈরি), পিটোন (কাঠের তৈরি), ল্যাক (লোহার তৈরি পাত জাতীয়), কোদাল (কাঠ ও লোহার তৈরি), ফুঁতি (বাঁশের তৈরি চটা জাতীয়), কাঠের পিঁড়ি, বাঁশের চালুন, মাটি চালার নেট ও সূঁচ ইত্যাদি।

শিল্পকর্ম তৈরি ও শুকানো: শিল্পীদের আঞ্চলিক এবং পারিপার্শ্বিক বস্তুগত ধারণা এবং তাঁদের নিজস্ব মেধার বিকাশ ঘটিয়ে বিভিন্ন আকৃতি ও ডিজাইনের মাধ্যমে তৈরি করেন পোড়ামাটির শিল্পকর্ম। নরম ও মসৃণ মাটি দিয়ে উল্লিখিত পদ্ধতিতে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরির পর হালকা রোদে কমপক্ষে ১ দিন শুকিয়ে নিতে হয়। রোদে শুকানোর পর একটু শক্ত হলে হালকা লোহার তৈরি পাত অথবা বাঁশের চটা দিয়ে চেঁছে অমসৃণতা দূর করা হয়। শিল্পকর্মটি মসৃণ হলে তার উপর বিভিন্ন ধরনের খাঁজকাটা, ছিদ্রযুক্ত এবং আঁচড় দিয়ে নানা ধরনের আল্পনা ও নকশা আঁকা হয়। কোন কোনটির উপর আবার আলাদা মাটি ব্যবহার করে বুটি দেয়া হয়। বুটির মাধ্যমে নানা ধরনের নকশা অলংকৃত করে শিল্পকর্মটিকে আকর্ষণীয় ও নান্দনিক করে তোলা হয়। এতে দুই থেকে তিন দিন সময় চলে যাবার পর তৈরিকৃত শিল্পকর্মগুলো দুই দিন কড়া রোদে শুকাতে হয়। এভাবে অনেকগুলো তৈরি হবার পর ভাটার মধ্যে সাজিয়ে পোড়ানো হয়।

ছানাসহ অলংকৃত পাখি

অলংকৃত মুক্তিযোদ্ধা

ভাটা তৈরি: মাটি দিয়ে তৈরিকৃত জিনিসপত্রগুলো শক্ত ও টেকসই করার জন্য আগুনে পোড়ানো হয়। পোড়ানোর জন্য ১০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১০ ফুট প্রস্থ এবং ৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি প্রকোষ্ঠ মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়। এটিকে ভাটা বলে। ভাটার মধ্যে তৈরিকৃত শুকানো জিনিসপত্রগুলো সাজিয়ে রাখা হয় এবং মাঝামাঝি জায়গা থেকে পোড়ানোর উপকরণ যেমন–বাঁশের মুড়া, কাঁচা খড়ি (আম, কদম, রেইনট্রি ইত্যাদি) জিনিসপত্রগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সাজিয়ে দেয়া হয়। এভাবে থরে থরে জিনিসপত্র সাজিয়ে এবং তার ভিতর জ্বালানি দিয়ে পুরো ভাটাটি পূর্ণ করা হয়। সাজান জিনিসপত্রগুলোর উপর দিয়ে খড় বিছিয়ে তার উপর কাদা মাটি দিয়ে প্রলেপ দেয়া হয়। প্রলেপের মাঝে মাঝে ১৫ থেকে ২০টি ফাঁকা/ফুটো রাখা হয় যেন ধোঁয়া বের হতে পারে। নিচের দিক একটি বড় মুখ রাখা হয় যেখান দিয়ে নিয়মিত খড়ি ও গাছের গুড়া/ঘুণ দিয়ে আগুন চলমান রাখা হয়। সাধারণত সন্ধ্যায় আগুন দিয়ে পোড়ান শুরু হয় এবং রাত ২/৩ টা পর্যন্ত চলতে থাকে। এভাবে ৬/৭ ঘণ্টা আগুন দিয়ে পোড়ানোর পর ভিতরে জ্বালানি দেয়া বন্ধ রাখা হয়। পরের দিন বেলা ৭/৮ টার দিকে ঠাণ্ডা হলে জিনিসপত্রগুলো ধীরে ধীরে বের করা হয়।

ভাটা

শিল্পকর্মের রংকরণ: শিল্পকর্মে তিন ধরণের রং লক্ষ্য করা যায়। আগুন দেয়ার পর ভাটার অভ্যন্তরে বেশি ধোঁয়া হলে এবং বের হবার পথ কম থাকলে জিনিসপত্রের রং কালো হয়। ধোঁয়া স্বাভাবিকভাবে বের হলে এবং অপেক্ষাকৃত কম বের হলে বিস্কুট রং-এর হয়। কোন কোন শিল্পকর্মের উপর লালচে রং দেখা যায়।

পোড়ানো শিল্পকর্ম

গাব তৈরির কৌশল: আম গাছের ছাল ভিজিয়ে রেখে যে পানি পাওয়া যায় তার সাথে খাবার সোডা, কালো খয়ের ও লাল মাটি মিশিয়ে গাব তৈরি করতে হয়। শুকানো শিল্পকর্মের উপর এই গাবের প্রলেপ দিয়ে রোদে শুকিয়ে পোড়ালে রং লালচে বর্ণের হবে।

গাব প্রদানকৃত শিল্পকর্ম

শিল্পকর্মের অভিনবত্ব: বর্তমান শিল্পকর্মে শৈল্পিক ও নান্দনিক রূপ দিতে গিয়ে তাতে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের উৎকীর্ণ রেখা, অংকিত রেখা, ছিদ্র ও বিন্দু, জ্যামিতিক ফরম, লতা-পাতা-ফুল-পাখি, দেব-দেবী, মানুষ, পশু, পাখিসহ বিভিন্ন প্রাণীর চিত্র ও ফিগার, গুটি, মালা, একটির মধ্যে একাধিক জিনিসের সমন্বয়, প্রাণীতে একাধিক মাথার সমন্বয়ে আধুনিক ফরম, মোটিফ ও ডিজাইন, বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ ভঙ্গিসহ নানা অনুসঙ্গ যুক্ত হয়েছে।

হাতি

মাহুতসহ হাতি

পুতুল

ফলক

উপসংহার: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষ পায় তার উৎকর্ষ সাধনের পথ। যে কোন শ্রেণি পেশার মানুষকে প্রশিক্ষণ দিলে তিনি তার কর্ম ক্ষেত্রে দেশ ও জাতির জন্য অসামান্য অবদান রাখতে পারেন। গ্রামের লোকশিল্পীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে বাংলাদেশের পোড়ামাটির লোকশিল্পকলায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। যা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করবে নিঃসন্দেহে। মেলায় অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ প্রবন্ধকারের সাথে কথা বলে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করায় এবং ইউনেস্কো ও বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ এ ধরনের একটি নান্দনিক মেলা উপহার দিয়ে প্রবন্ধকারকে সহযোগিতা করায় তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

লেখক: কীপার, সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

পালকি

ড. শিহাব শাহরিয়ার

পালকি প্রায় হারিয়েই গেছে। এক সময় পালকি ছিল বাংলার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন একটি বাহন। পালকি দিয়ে মানুষ বহন করা হতো, এখনো হয়, তবে খুবই কম। অন্যভাবে বলা যায়, হয়-ই না। পালকিতে একজন অথবা দুইজন যাত্রী থাকে। আর এটি বহন করে কখনো দুইজন, কখনো চারজন, কখনো বা আটজন। বহনকারীদের বলা হয় বেহারা বা কাহার।

আগে পালকিতে মূলত রাজা-বাদশা ও তাদের পরিবারের সদস্য এবং নব বর-বধূরা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতো। গবেষকদের মতে, পালকি শব্দটি সংস্কৃত 'পল্যঙ্ক' বা 'পর্যঙ্ক' থেকে উদ্ভুত। পালি ভাষায় এই যানের নাম 'পালাঙ্কো'। হিন্দি ও বাংলায় এটি পালকি নামে পরিচিত। অনেক জায়গায় এই যানকে ডুলি, শিবিকা প্রভৃতিও বলা হয়। পর্তুগিজরা এর নাম দেয় পালাঙ্কুয়িন। রামায়ণে পালকির উল্লেখ রয়েছে। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা এবং চতুর্দশ শতকের পর্যটক জন ম্যাগনোলি ভ্রমণের সময় পালকি ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এবং পরবর্তী সময়ে সেনাধ্যক্ষদের যাতায়াতের অন্যতম বাহন ছিল পালকি। আধুনিক যানবাহন আবিষ্কৃত হওয়ার আগে অভিজাত শ্রেণির লোকেরা পালকিতে চড়েই যাতায়াত করতেন। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বিয়ে ও অন্যান্য শুভ অনুষ্ঠানের বর-কনের জন্য পালকি ব্যবহারের প্রথা চালু ছিল। এছাড়া অসুস্থ রোগীকে চিকিৎসালয়ে নেয়ার জন্যও পালকি ব্যবহৃত হতো।

পালকি বিভিন্ন আকৃতি ও ডিজাইনের হয়ে থাকে। সবচেয়ে ছোট ও সাধারণ পালকি বা ডুলি দুজনে বহন করে। সবচেয়ে বড় পালকি বহন করে চার থেকে আটজন পালকি বাহক বা বেহারা। বেহারারা মূলত হাড়ি, মাল, দুলে, বাগদি, বাউড় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক হয়। এরা দিন-মজুরের কাজ এবং মাছের ব্যবসাও করে। বেহারারা পালকি বহন করার সময় নির্দিষ্ট ছন্দে পা ফেলে চলে। এই রীতি তারা ওস্তাদদের কাছ থেকে শেখে। পালকি বহনের সময় তারা বিশেষ ছন্দে গানও গায়। তাদের চলার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গানের তাল-লয় পরিবর্তিত হয়। পালকি তৈরি করেন ছুতারেরা আর তৈরি হয় সেগুন কাঠ, শিমুল কাঠ, গাব কাঠ প্রভৃতি দিয়ে। বটগাছের বড় ঝুড়ি দিয়ে তৈরি হয় পালকির বাঁট বা বহন করার হাতল।

পালকি সচরাচর তিন ধরণের হয়ে থাকে যেমন, সাধারণ পালকি, আয়না পালকি এবং ময়ূরপঙ্খি পালকি। সাধারণ পালকি আয়তাকার। চারদিক কাঠ দিয়ে আবৃত এবং ছাদ ঢালু। এর দুদিকে দুটি দরজা থাকে। কোন কোনটিতে জানালাও থাকে। পালকির বাইরের দিকে আলপনা আঁকা থাকে। আয়না পালকিতে আয়না লাগানো থাকে। ভিতরে চেয়ারের মতো দুটি আসন ও একটি টেবিল থাকে। ময়ূরপঙ্খি পালকির আয়তন সবচেয়ে বড়। এই পালকি ময়ূরের আকৃতিতে তৈরি করা হয়, ভিতরে দুটি চেয়ার, একটি টেবিল ও তাক থাকে। এ পালকির বাঁটটি বাঁকানো এবং এর বাইরের দিকে কাঠের তৈরি পাখি, পুতুল ও লতাপাতার নকশা থাকে। বাংলায় সতেরো ও আঠারো শতকে ইউরোপীয় বণিকরা হাটে-বাজারে যাতায়াতের এবং তাদের মালপত্র বহনের জন্য পালকি ব্যবহার করত। তারা পালকি ব্যবহারে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, কোম্পানির একজন স্বল্প বেতনের সাধারণ কর্মচারিও এদেশে যাতায়াতের জন্য একটি পালকি রাখত ও তার ব্যয়ভার বহন করত। কিন্তু পালকির ব্যয় বহন করতে গিয়ে কর্মচারিরা অবৈধ আয়ের নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করতে থাকে। ফলে কোর্ট অব ডিরেক্টরস ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ

কর্মচারিদের পালকি ক্রয় ও ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

বস্তুত, সে যুগের পালকি ছিল এ যুগের মোটরগাড়ির অনুরূপ। স্টিমার ও রেলগাড়ি আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের গভর্নর জেনারেলও পালকিতে চড়ে যাতায়াত করতেন। উনিশ শতকের প্রথমদিকে ডাক ও যাত্রী বহনের জন্য ডাকবিভাগ 'স্টেজ পালকি' চালু করে। এই প্রথা উনিশ শতকের শেষ নাগাদ প্রচলিত ছিল। দূরের যাত্রীরা ডাকঘর থেকে স্টেজ পালকির টিকেট ক্রয় করত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজরা পালকিতে চড়া প্রায় বন্ধ করে দেয়। তবে উনিশ শতকের শেষাবধি স্থানীয় বাবু এবং অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ যাতায়াতের জন্য পালকিই ব্যবহার করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহ অবস্থানকালে তাঁর জমিদারি কাছারি পরিদর্শনের সময় যে পালকি ব্যবহার করতেন, তা এখনও কুঠিবাড়িতে সংরক্ষিত রয়েছে। সে যুগে সচ্ছল পরিবারের নিজস্ব পালকি থাকত এবং তাদের ভৃত্যরাই তা বহন করত। সাধারণ মানুষ পালকি ভাড়া করত।

উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে দাসপ্রথা বিলোপের পর উপমহাদেশের বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে পালকি বাহকরা বাংলায় আসতে থাকে। বহু সাঁওতাল পালকি বাহকের কাজ নেয়। শুষ্ক মৌসুমে তারা নিজেদের এলাকা থেকে এদেশে আসত এবং বর্ষা মৌসুমে আবার চলে যেত। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমের শেষে তারা নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকায় যেত এবং কোথাও কোথাও অস্থায়ী কুঁড়েঘর বানিয়ে সাময়িক আবাসের ব্যবস্থা করে নিত।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে স্টিমার ও রেলগাড়ি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পালকির ব্যবহার কমতে থাকে। ক্রমশ সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি এবং পশুচালিত যান চালু হলে যাতায়াতের বাহন হিসেবে পালকির ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩০-এর দশকে শহরাঞ্চলে রিকশার প্রচলন হওয়ার পর থেকে পালকির ব্যবহার উঠে যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমাগত প্রসার, সড়ক ও নদীপথে মোটর ও অন্যান্য যানের চলাচল এবং প্যাডেল চালিত রিকশা জনপ্রিয় হওয়ার ফলে ক্রমশ পালকির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

দক্ষিণ এশিয়া ও চীনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পালকির প্রচলন ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আধুনিক সভ্যতার কালে এবং তথ্য-প্রযুক্তির অনন্য অগ্রগতির ফলে বর্তমানে বাংলাদেশেও মানুষ বাহিত যান ও যন্ত্র চালিত যানের ব্যাপক প্রচলনের ফলে পালকি দিন দিন বিলুপ্ত হচ্ছে। ছোটবেলায় গ্রামে দেখেছি ধুলিযুক্ত সড়কপথে বেহারারা ধুতিপরে পালকি নিয়ে দ্রুত যাচ্ছে। বিশেষ করে নববধূকে নিয়ে কখনো, বিকেলের পড়ন্ত রোদে, কখনো সন্ধ্যার ঘন-পরিসরে। আমরা দৌড়ে দৌড়ে পালকির পিছে পিছে ছুটতাম। বেহারাদের অনুরোধ করতাম, কে আছে ভিতরে? তারা কখনো উত্তর দিতো, কখনোবা দিতো না। কিন্তু সড়ক বেয়ে যেতে যেতে, যখন তারা পালকি নামিয়ে গাছতলা বসে বিশ্রাম নিতো, তখন আমরা পালকির পর্দা উঠিয়ে কৌতূহলবশত দেখতাম ভিতরে কে বা কি আছে? দেখতাম নববধূ লাল টুকটুকে শাড়ি পরে বসে আছেন। কখনবা সেই বধূও রঙিন পর্দা তুলে বাইরের দিকে তাকান। কখন আমরা নববধূর মুখ দেখতাম।

পালকিতে শুধু নববধূরাই উঠে না, দেখেছি অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও পালকিতে করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছে। মনে আছে আমার মা'র সঙ্গে পালকিতে করে আমাদের বাড়ি থেকে নানার বাড়ি গিয়েছিলাম একবার। এই সব বেহারারা ছিলেন অত্যন্ত গরীব। পালকি বহন করে দৌড়ের মত করে যেতে যেতে তারা ক্লান্ত হয়ে যেতো, শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। বলছি, ৪০ বা ৪২ বছর আগের সেই ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকার ধূলিধূসরিত গ্রামের কথা, সেই সময়কার অন্যতম বাহন পালকির কথা। গরুর গাড়ি আর মেষের গাড়ির পাশাপাশি পালকি বাহন সেই সময়কার নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবন মুখর করে রাখত। আজ সেই জৌলুস কোথায়....?

বলা যায়, পালকি বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসেবেই এখন পরিচিত।

লেখক: কীপার, জনশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে একদিন

সাইদ সামসুল করীম

একটা সময় মানুষের ধারণা ছিল জাদুঘর এমন একটি ঘর, যার সামনে দাঁড়ালেই খুলে যাবে সোনালি দুয়ার। ভিতরে প্রবেশ করলেই ঘটতে থাকবে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা। সময় পাল্টেছে। কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের বদৌলতে এখন ঘরে বসেই দেখা যায় পৃথিবীর সব সেরা জাদুঘরের বিরল সংগ্রহ ভাণ্ডার। তাই জাদুঘর সম্পর্কে অতীতের ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। মিউজিয়াম সংস্কৃতিতে এসেছে অবশ্যম্ভাবী রূপান্তর। ফলশ্রুতিতে মিউজিয়াম পরিদর্শনে প্রযুক্তি নির্ভর একটি সোসাইটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাদুঘর উদ্ভবের সুদীর্ঘ ইতিহাস তাদের কাছে গৌণ একটি বিষয়। ল্যুভ মিউজিয়াম বা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ধারণাকে উপজীব্য করে নিউইয়র্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন ফাউন্ডেশন এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কিছু জাদুঘর। কোনটা শিল্পকলা, কোনটা পুরাকীর্তি, কোনটা জাতিতাত্ত্বিক ইতিহাসের। প্রত্যেকটি জাদুঘরের রয়েছে বিশাল বিশাল দালান, খোলা জায়গা। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে চড়া মূল্যে চিত্রকর্ম বা পুরাকীর্তি কিনে জাদুঘর বোঝাই করা হয়েছে। প্রশ্ন থাকে, জাদুঘরের গ্যালারি বোঝাই করলেই কি একটি সংস্কৃতিবান জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করা যায়? জাদুঘরের ইতিহাস কি তিন-চারশত বছরের?

সুদূর অতীতে স্থূলজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কবরে মানবদেহ এবং আগুন সংরক্ষণ করত। ধারণা করা হয়, মিউজিয়াম ভাবনা থেকে না হলেও সেটি ছিল মিউজিয়াম অনুভূতি। মানুষ কৃষি কাজের জন্য কবে লাঙ্গল আবিষ্কার করেছিল সেটি জানা না গেলেও কৃষি কাজের উষা লগ্নে লাঙ্গলের ব্যবহার হয়েছিল সেই স্মৃতি মানব সভ্যতার মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত।

শুরুতে মিউজিয়াম সুনির্দিষ্টভাবে গড়ে তোলা হয়নি। ১১৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এলাম রাজ সুক্রুকনাহুনতি নারমাসিন ভাস্কর্যের উর্ধ্বাংশ এবং লিপি খোদিত স্তম্ভ ও প্রত্নিদর্শন যুদ্ধ দেবতাকে উৎসর্গ করে রাজধানীতে প্রদর্শন করেন। পরবর্তীতে এগুলো মিউজিয়াম নিদর্শন হিসেবে প্রদর্শিত হয়। নিদর্শন প্রদর্শনী হিসেবে কোন কিছু সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন সম্ভবত এটাই প্রথম। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গড়ে উঠা আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘরকে বলা হয় আধুনিক জাদুঘরের সমরূপ।

মূলত আমার আগের কথাগুলোর পিছনে রয়েছে কলকাতা ভ্রমণ এবং ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম পরিদর্শন। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ২০০ বছরের শাসনের পুরো সময়টা ব্রিটিশ সরকার কলকাতাকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষে সম্প্রসারণের পাশাপাশি শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি বিকাশে মনোনিবেশ করেছিল। বাণিজ্য সম্প্রসারণের পাশাপাশি কলকাতার শিল্প সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের অবদান সবক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন স্থাপনা, রাস্তা, সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সবখানেই ব্রিটিশ প্রভাব। যদিও নিকট অতীতে কিছু রাস্তা কিংবা স্থাপনার নাম পরিবর্তন করা হলেও ব্রিটিশ প্রভাব থেকে কলকাতা পুরোপুরি বের হয়ে আসতে পারেনি।

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৪৪তম কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলায় অংশগ্রহণের জন্য আমি কলকাতা ভ্রমণ করি। আমি যখন কলকাতা নেতাজি সুভাস চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে, তখন স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা। ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখ তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রির কাছাকাছি। কোট পরে বেশ ঘামছিলাম। কলকাতা ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। আমি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মকর্তা, বলতেই বললেন, দাদা ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে নিশ্চয়ই যাবেন? আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালাম। আমার এই স্বীকারোক্তি দীর্ঘদিন মনের গহীনে লালন করছিলাম। পরের দিন অর্থাৎ ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় পার্কস্ট্রিটের হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা গেলাম ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে ৫০০ রুপি দিয়ে টিকেট কেটে ঢুকে পড়লাম জাদুঘরে।

বিভিন্ন প্রাণীর কঙ্কাল, প্রাচীন বর্ম, অলংকার, মুঘল পেইন্টিং, মমি, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মুখোশ, মুদ্রা, শিলালিপি, কাঠের কারুকার্যময় আসবাবপত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি বিশাল প্রাসাদকে যেন আলোকিত করে রেখেছে।

তবে, আমি অভিভূত হয়েছিলাম আংটির ভেতরে একপাশ থেকে আর একপাশে বেরা করে রাখা ঢাকাই মসলিন দেখে। বাংলার সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্রের জনশ্রুতি এখানে যেন বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

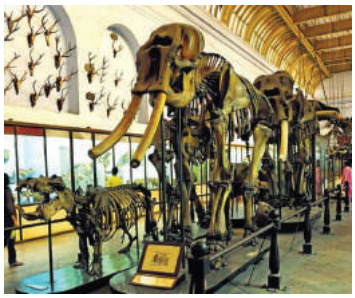

ভারত উপমহাদেশে জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ শাসনামলে যেটি বর্তমানে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম নামে পরিচিতি। এটি ভারতের প্রাচীনতম মিউজিয়াম। জানতে চেষ্টা করলাম জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠার পেছনের কথা।

১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়াম জোন্স কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৭৯৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যদের কাছে থেকে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। সরকার ১৮০৮ সালে পার্কস্ট্রিটে চৌরঙ্গী এলাকায় জাদুঘরের জন্য জায়গা বরাদ্দ করে। ১৮১৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির একতালা ঘরে প্রতিষ্ঠা করা হয় মিউজিয়াম। শুরুতে বিভিন্ন প্রাণীর হাঁড়-গোড় ও মমি সংরক্ষিত হয়েছিল বলে স্থানীয় লোকজন এটিকে মড়া সোসাইটি বলে অভিহিত করত। জাদুঘরকর্মীদের কাছ থেকে জানা যায় কবি সত্যেন বোস একদিন জাদুঘরে এসেছিলেন। মমি দেখে বলেছিলেন তুমি আজ কাঁচপাত্রে কৌতুকাগারে। কবির এই উক্তি শুনে মনে হবে জাদুঘরকে আগে কৌতুকাগার বলে জানত। ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠার সময় নাম ছিল ওরিয়েন্টাল মিউজিয়াম। ১৮৬৬ সালে ওরিয়েন্টাল মিউজিয়াম আত্তীকরণ করে প্রতিষ্ঠা করা হয় ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম।

নাথানিয়াল ওয়ালিচ ১৮১৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ডাচ-ব্রিটিশ যুদ্ধকালীন সময়ে সেরামপুর অবরোধে বন্দি হ'ন। বন্দি অবস্থায় তিনি ব্রিটিশ ভারত সরকারের কাছে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে পত্র দিয়েছিলেন। মিউজিয়ামের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ, জাতিতত্ত্ব বিভাগ, ভূতাত্ত্বিক এবং প্রযুক্তিগত বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। একই বছর অর্থাৎ ১৮১৪ সালে নাথানিয়াল ওয়ালিচকে মুক্ত করা হয় এবং তিনি ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের প্রথম অবৈতনিক সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন। ওয়ালিচ ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বেশকিছু বোটানিক্যাল নমুনা জাদুঘরে দান করেন। যা আজও নাথানিয়াল ওয়ালিচের অবদানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নাথানিয়াল ওয়ালিচের পদত্যাগের পর সুপারিনটেনডেন্টের জন্য ৫০ রুপি বেতন নির্ধারণ করা হয়। ১৮৩৬ সালে সোসাইটি দেউলিয়া হলে ভারত সরকার পাবলিক ফান্ড থেকে অর্থ প্রদান শুরু করে। জাদুঘর ও গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২০০ রুপি অস্থায়ী অনুমোদন করা হয়। মিউজিয়াম পরিচালনার জন্য ১৮৭৫ সালে মঞ্জুর হয় ১,৪০,০০০ রুপি।

কোন দেশের জাদুঘরের প্রধান দায়িত্ব নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংগ্রহের পাশাপাশি জ্ঞান, বিজ্ঞান সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করা। ইতিহাস জীবন্ত মানুষের পরিচয় বহন করে ইতিহাস সৃষ্টি করে মানুষ। ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম আজকের জায়গায় আনার জন্য যারা যারা ছিলেন তাদের মধ্যে পিয়ারসন, ম্যাকল্যান্ড এডওয়ার্ড, বেথেল-এর নাম উল্লেখ রয়েছে।

যারা কোন দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যকে জানতে চান তাদের অনুরোধ করব সেই দেশের জাদুঘর পরিদর্শন করবেন। কারণ জাদুঘর দেশ ও জাতির আয়না। ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে সংগৃহীত প্রাণীর কঙ্কাল, প্রাচীন বর্ম, অলংকার, মুঘল পেইন্টিং, মমি, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মুখোশ, মুদ্রা, শিলালিপি, কাঠের কারুকার্যময় আসবাবপত্র, ভাস্কর্য সভ্যতার অগ্রযাত্রার জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছে ।

অনলাইন ভার্সনের বদৌলতে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম দেখা গেলেও নিদর্শনের সামনে দাঁড়িয়ে ঐতিহ্যকে অনুভব করা বা অনুধাবন করা অধিক আনন্দদায়ক যা আপনার সুখস্মৃতি হয়ে বিরাজ করবে যুগের পর যুগ।

লেখক: শিক্ষা অফিসার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ সময়কালের প্রশিক্ষণ গ্রহণ

প্রশিক্ষণার্থীর নাম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
জনাব মোহা. আব্দুর রাকিব টিকেট চেকার নিরাপত্তা শাখা	মৌলিক প্রশিক্ষণ	২১ জানুয়ারি থেকে ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
মো. নাদির হোসেন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) প্রকৌশল শাখা	e-GP (ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি ২০১৯	সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
জনাব মো. রুবেল মিঞা উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক) প্রকৌশল শাখা	e-GP (ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি ২০১৯	সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
জনাব খ. ইমরান রহমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক) প্রকৌশল শাখা	e-GP (ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি ২০১৯	সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
জনাব মো. লিয়াকত হোসেন সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার আইসিটি শাখা	e-GP (ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি ২০১৯	সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
জনাব মোহা. আব্দুল কুদ্দুস হিসাব রক্ষক হিসাব ও বাজেট শাখা	e-GP (ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি ২০১৯	সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
জনাব মো. আক্কাস উদ্দিন প্রদর্শক প্রভাষক (চলতি দায়িত্ব) শিক্ষা শাখা	মৌলিক প্রশিক্ষণ	০৪ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
জনাব মাহফুজা সুলতানা ক্যাশিয়ার হিসাব ও বাজেট শাখা	আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১০ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
জনাব মোছা. মনিরা বেগম অফিস সহায়ক সাধারণ স্টোর শাখা	মৌলিক প্রশিক্ষণ	১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৩ মার্চ ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
জনাব মো. কামরুল ইসলাম অডিও ইকুইপমেন্ট অপারেটর শ্রুতিচিত্রণ শাখা	তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)	০৩ থেকে ১৪ মার্চ ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
জনাব সৈয়দা মাহবুবা অফিস সহকারী কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক হিসাব ও বাজেট শাখা	মৌলিক প্রশিক্ষণ	০৪ থেকে ২৪ মার্চ ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
জনাব মো. জহিরুল হক যানবাহন পরিদর্শক সাধারণ সেবা শাখা	মৌলিক প্রশিক্ষণ	০৫ মার্চ থেকে ০১ এপ্রিল ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
জনাব মিলন চন্দ্র বাঁশফোড় মেইন অডিটরিয়াম এ্যাটেনডেন্ট অডিটরিয়াম শাখা	মৌলিক প্রশিক্ষণ	১২ থেকে ২৫ মার্চ ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা

দেশি-বিদেশি অতিথিদের জাদুঘর পরিদর্শন

রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ের দেশি ও বিদেশি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ জাদুঘর পরিদর্শনে এলে কীপার জনশিক্ষা, শিক্ষা অফিসার, উর্ধ্বতন প্রদর্শক প্রভাষক এবং প্রদর্শক প্রভাষকগণ গ্যালারি পরিদর্শনের সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ, অভ্যর্থনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জাদুঘর সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং গ্যালারি পরিদর্শনে সহায়তা প্রদান করেন। এ কর্মসূচির আওতায় জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত দেশি ও বিদেশি অতিথিবৃন্দের জাদুঘর পরিদর্শনের নির্বাচিত অংশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

দেশি সম্মানিত অতিথিবৃন্দের জাদুঘর পরিদর্শন:

২৩ জানুয়ারি ২০১৯
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ২৫জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি জাদুঘর পরিদর্শন করেন ।

২৬ জানুয়ারি ২০১৯
মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব জহিরুল ইসলাম ৭জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
মেজর মো. জাফরুল হকের নেতৃত্বে ১৫জন সেনা কর্মকর্তা ও সিপাহি বাংলাদেশ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা লে. কমান্ডার জনাব কবিরুল ইসলাম ৩জন সফরসঙ্গী নিয়ে বাংলাদেশ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
বি.জি.বি পরিচালিত সীমান্ত পরিবার সমিতির কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের ৫০জন সদস্য জাদুঘর পরিদর্শন করেন। অতিথিদের নেতৃত্ব দেন বি.জি.বি-এর মহাপরিচালক জনাব সফিনুল ইসলাম-এর স্ত্রী।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব জনাব মোস্তফা মোরশেদ তার পরিবারের ৪জন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি এস.এম মুজিবুর রহমান জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৯ মার্চ ২০১৯
বাগেরহাট জেলার কচুয়া থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের কমান্ডার বীরমুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্জ শিকদার হাবিবুর রহমান ৮জন সফরসঙ্গী নিয়ে বাংলাদেশ জাদুঘর পরিদর্শন করেন । উল্লেখ্য তিনি এবং তার সফরসঙ্গীগণ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে স্বাক্ষী দেয়ার জন্য ঢাকা এসেছিলেন।

১৫ মার্চ ২০১৯
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব ফয়জুর রহমান ফারুকী তার পরিবারের ৯জন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২০ মার্চ ২০১৯
সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক জনাব আবু সালেহ মো. ফাত্তার ৪জন সফরসংঙ্গী নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৪ মার্চ ২০১৯
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড প্রকৌশলী ও চা প্রযুক্তি বিভাগ এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ইফতেখার আহমেদ তাঁর পরিবারের ৬জন সদস্য নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৭ মার্চ ২০১৯
জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত পরিচালক জনাব মো. আবুল কাশেম বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। গ্যালারি পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মহোদয় জনাব আবদুল মজিদ এবং কীপার, জনশিক্ষা বিভাগ ড. শিহাব শাহরিয়ার। গ্যালারি পরিদর্শনে সহায়তা করেন উর্ধ্বতন প্রদর্শক প্রভাষক জনাব মো. সোহেল মাসুদ।

বিদেশি সম্মানিত অতিথিবৃন্দের জাদুঘর পরিদর্শন

বিদেশি সম্মানিত অতিথিবৃন্দের জাদুঘর পরিদর্শনঃ

০৫ জানুয়ারি ২০১৯

রাশিয়া ফেডারেশন দূতাবাসের কর্মকর্তা Mr. Igor Alxgender ১০ জন সফরসংঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৫ জানুয়ারি ২০১৯

আমেরিকান দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত Mr. Earlk k. Miller জাদুঘর পরিদর্শন করেন। গ্যালারি পরিদর্শনে সহায়তা করেন জনশিক্ষা বিভাগের কীপার ড. শিহাব শাহরিয়ার, শিক্ষা অফিসার জনাব সাইদ সামসুল করীম এবং উর্ধ্বতন প্রদর্শক প্রভাষক জনাব মো. সোহেল মাসুদ।

০৬ জানুয়ারি ২০১৯

যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত প্রকৌশলী জনাব নাহিয়ান হাসান এবং স্বপ্নীল হাসান জাদুঘর পরিদর্শন করেন ।

০৭ জানুয়ারি ২০১৯

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আগত প্রফেসর Mr. Dabid Alex ২ জন সফরসংঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন ।

০৯ জানুয়ারি ২০১৯

ভারতীয় আর্মি পাবলিক স্কুলের ২০ জন শিক্ষার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৪ জানুয়ারি ২০১৯

মেক্সিকো থেকে আগত স্থাপত্যবিদ Mr. Fanco Orozco ৪ জন সফরসংঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৬ জানুয়ারি ২০১৯

Tony Zang -এর নেতৃত্বে চীনের বেইজিং থেকে আগত ২০ জন চীনা ব্যবসায়ী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৮ জানুয়ারি ২০১৯

Professor Dr. Yang Jiaoing- এর নেতৃত্বে চীনের SIAS International University- এর ৪৫জন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক জাদুঘর পরিদর্শন করেন ।

২১ জানুয়ারি ২০১৯

চীনের বেইজিং থেকে আগত ব্যবসায়ী Mr. Jossef-এর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২২ জানুয়ারি ২০১৯

১৫টি দেশের ২৯জন সেনা কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যজন জাদুঘর পরিদর্শন করেন। গ্যালারি পরিদর্শনে সহায়তা করেন জনশিক্ষা বিভাগের কীপার ড. শিহাব শাহরিয়ার, শিক্ষা অফিসার জনাব সাইদ সামসুল করীম এবং উর্ধ্বতন প্রদর্শক প্রভাষক জনাব মো. সোহেল মাসুদ। গ্যালারি পরিদর্শনের পর মহাপরিচালক মহোদয় অতিথিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

ড্যাফোডিল আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব নাফিউর রহমান এর নেতৃত্বে শ্রীলংকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ জন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
সোমালিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
চীনের ব্যবসায়ী Mr. Yougang ৫ জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
ভারত, সিঙ্গাপুর ও চীনের ৪ জন শিশু বিশেষজ্ঞ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন KK Woman and Children Hospital-এর বিশেষজ্ঞ Dr. Abdul Alim।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
ভারতের সেনাবাহিনীর কর্নেল Shashi Kant Bhosale-এর নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১১ জন সদস্য জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
Royal National Lifeboat Institution-Gi Senior International Programs -এর ম্যানেজার Gaia Allison জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
ভারতের টেলিফোন কোম্পানির (B.S.N.L) Mr. Tanmoy সিনিয়র কর্মকর্তা Thakurta ৬ জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
চীনের ইউয়ান প্রদেশের ব্যবসায়ী Miss Mong Wong ৪ জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
বি.জি.বি-এর মেজর জাহিদ -এর নেতৃত্বে ভারতীয় বি.এস.এফ স্কুলের ৩৫ জন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
ভারতের প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব জাস্টিস চন্দ্রমলী কুমার প্রসাদ-এর নেতৃত্বে শ্রীলংকা, নেপাল, ভারত, ভুটান ও তুরস্কের প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যানসহ ১৫ জন সদস্যসহ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব মো. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ জাদুঘর পরিদর্শন করেন ।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
ওয়ার্ল্ড পিস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা জনাব টি. ওয়াই. এস লামা জাংসেন-এর নেতৃত্বে গ্রীস, ইতালী, ডেনমার্ক, চীন, নেপাল ও ভারতের ১৯ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
চীনের ব্যবসায়ী Mr.Jossef-এর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৬ মার্চ ২০১৯
চীনের ১০জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৬ মার্চ ২০১৯
চীনের সাংডন প্রদেশের ইন্টারন্যশনাল স্কুলের ভাইস ডিন Mr. Yue Zhonggui ৫ জন সফরসংঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৮ মার্চ ২০১৯
রয়েল থাই অ্যামবাসেডর Arunrung Phothong ২ জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৯ মার্চ ২০১৯
চীন, ভারত, কানাডার ৪জন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। অতিথিদের সঙ্গে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. রিফাত।

১৩ মার্চ ২০১৯
বেলজিয়ামের মান্যবর কনসল জেনারেল Mr. Francis Delhaye জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৩ মার্চ ২০১৯
১০ম বাংলাদেশ ও তৃতীয় সানক্সো স্কাউট জাম্বুরীতে আগত ৩০ জন ভারতীয় স্কাউট লিডার জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৬ মার্চ ২০১৯
সুইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সুফিয়া লরেন ৪ জন সফরসংঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৬ মার্চ ২০১৯
চীনের হেবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor Jin Qiang সহ দুইজন জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২০ মার্চ ২০১৯
China Petroleum Co-Gi পরিচালক Li jiamoing Chana নেতৃত্বে চীনের ৬৭ জনের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২২ মার্চ ২০১৯
আমেরিকা দূতাবাসের ২৭জন কর্মকর্তা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। অতিথিদের সঙ্গে ছিলেন লিয়াজো কর্মকর্তা জনাব সারমিন হাসান।

২৩ মার্চ ২০১৯
তাইওয়ানের ১৫জন চিকিৎসক, শিক্ষক ও প্রকৌশলী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৫ মার্চ ২০১৯
বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের আমন্ত্রণে ১৩ দেশের ৮০জন বিদেশি সামরিক কর্মকর্তা জাদুঘর পরিদর্শন করেন । অতিথিদের সঙ্গে ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার জনাব তানভীর। অতিথিদের স্বাগত জানান বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব জনাব আবদুল মজিদ। গ্যালারি পরিদর্শনে সহায়তা করেন শিক্ষা অফিসার জনাব সাইদ সামসুল করীম, উর্ধ্বতন প্রদর্শক প্রভাষক জনাব মো. সোহেল মাসুদ, প্রদর্শক প্রভাষক জনাব মো. আলী আকবর শিকদার ও প্রদর্শক প্রভাষক জনাব স্বপ্না ক্যারলিনা হালদার ।

২৬ মার্চ ২০১৯
চীনের ৪জন নাগরিক জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৯ মার্চ ২০১৯
লেবাননের ব্যবসায়ী Fadi Zoaba জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩০ মার্চ ২০১৯
কোরিয়ার Chelljedang কোম্পানির প্রধান সমন্বয়কারী Mr. Joon Woo Cho Ges Henant Sharma জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত জাদুঘরে আগত শিক্ষার্থী, দেশি ও বিদেশি অতিথিবৃন্দের সংখ্যা:

ক্রমিক	মাসের নাম	শিক্ষার্থী	দেশি অতিথি	বিদেশি অতিথি
১	জানুয়ারি	২,৩৮৮ জন	৩৮ জন	১৪১ জন
২	ফেব্রুয়ারি	৪,৮০৮ জন	৯০ জন	১৮৫ জন
৩	মার্চ	৫,২৯৪ জন	৪১ জন	২৫৬ জন

বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের গ্যালারি পরিদর্শন

স্কুল শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ঢাকা ও অন্যান্য বিভাগীয় শহর থেকে আগত স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ বছরব্যাপী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করে থাকেন।

রাজধানীর ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, মর্নিং গ্লোরি স্কুল এবং বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থীগণ গ্যালারী পরিদর্শন করছে।

অবসর গ্রহণ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্টোর সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মো. শাহজাহান সরকার গত ১১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি ১৯ জুলাই ১৯৮৬ সালে মেইন অডিটোরিয়াম এ্যাটেনডেন্ট হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের যোগ দান করেন। তাকে ০৮ ডিসেম্বর ১৯৯৫ সালে মেইন অডিটোরিয়াম এ্যাটেনডেন্ট পদে চাকুরিতে স্থায়ীকরণ করা হয়। তিনি স্টোর সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ২৩ জুলাই ২০১৬ তারিখে পদোন্নতি লাভ করেন। চাকুরিকালে তিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার জনাব মো. সেকান্দার আলী ২১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ সোমবার সন্ধ্যা ৬.৫০ টায় ঢাকাস্থ মিডফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। তিনি ০১ এপ্রিল ১৯৯০ সালে রেজিস্ট্রেশন সহকারী হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের যোগদান করেন। তাকে ০১ এপ্রিল ১৯৯০ তারিখে উল্লেখিত পদে স্থায়ীকরণ করা হয়। তিনি ১১ মার্চ ২০০৬ তারিখে পদোন্নতি লাভ করে সহকারী রেজিষ্ট্রেশন অফিসার পদে যোগদান করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। চাকুরিকালে তিনি সততা, দক্ষতা, কর্মনিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার পরিচ্ছন্নতাকর্মী জনাব কাঞ্চন মালা, পুলিশ লাইন উত্তরা, জেলা-ময়মনসিংহ ১২ মার্চ ২০১৯ তারিখ মঙ্গলবার রাত ১০.২০ ঘটিকায় ৪৬ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। তিনি ২৩ মে ২০০৬ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে যোগদান করেন। চাকুরিকালে তিনি সততা, দক্ষতা, কর্মনিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ মাসের সংগৃহীত নিদর্শন

ক্রমিক নং	সংগ্রহ নম্বর	সংগ্রহের তারিখ	নিদর্শনের বিবরণ	পরিমাপ	প্রাপ্তিস্থান	সংগ্রহের ধরণ	সংগ্রাহক/উপহারদাতা
১.	০১.০২.০৭২.২০১৯.০০০০১	০৩.০২.২০১৯	কাঁচ: কাঁচের শিল্পকর্ম কুপিবাতি	ব্যা. ২৩.৫ সে.মি. উ. ৬.৯ সে.মি.	ঢাকা	সংগ্রহ	জনাব মো. আবু ইউনুস রেজিস্ট্রেশন অফিসার বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
২.	০১.০১.০০৩.২০১৯.০০০০২	০৩.০২.২০১৯	নোট: কাগজ; ৫০০(পাঁচশত) টাকা; স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৭X৯ সে.মি.	ঢাকা	উপহার	মো. মাহবুব হাসান রিয়ান ডাক+উপজেলা: ঘিওর জেলা: মানিকগঞ্জ
৩.	০১.০১.০০৩.২০১৯.০০০০৩ থেকে ০১.০১.০০৩.২০১৯.০০০১০	০৩.০২.২০১৯	কাগজি নোট ও ধাতবমুদ্রা মোট: ৮টি	-	ঢাকা	উপহার	জনাব মো. আবু ইউনুস রেজিস্ট্রেশন অফিসার বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
৪.	০১.০১.০২২.২০১৯.০০০১১ থেকে ০১.০১.০২২.২০১৯.০০০৩৭	২৬.০২.২০১৯	স্মৃতি নিদর্শন: অধ্যাপক আলাউদ্দিন আল আজাদের-চিঠি, পান্ডুলিপি, ডায়েরি, সনদপত্র, সম্মানপত্র, সার্টিফিকেট, কলম, কলমদানি, সানগ্লাস, ক্রেস্ট, কমপ্লিট স্যুট, টাই, পাজামা পাঞ্জাবী সেট, পাঞ্জাবী, কটি, জ্যাকেট। মোট: ২৭টি	-	ঢাকা	উপহার	প্রফেসর জামিলা আজাদ এ-২, বাড়ি: ১৩, রোড: ১৩ সেক্টর: ৭, উত্তরা, ঢাকা
৫.	০১.০১.০২২.২০১৯. ০০০৩৮	২৬.০২.২০১৯	স্মৃতি নিদর্শন: রেডিও, দানবীর রনদাপ্রসাদ সাহার ব্যবহৃত। তিনি এই রেডিওর মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনেছিলেন। রেডিওর মডেল: BC-117 Sanyo Electronics Co. LTD.	দৈ. ২৬ সে.মি. প্র. ৮.১ সে.মি. উ. ১৪ সে.মি.	টাঙ্গাইল	উপহার	অধ্যাপক প্রতিভা মুৎসুদ্দি ডাইরেক্টর কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
৬.	০১.০১.০২২. ২০১৯.০০০৩৯ থেকে ০১.০১.০২২.২০১৯.০০০৪৩	২৬.০২.২০১৯	স্মৃতি নিদর্শন: পত্র; কাগজ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) এবং সমরেশ বসুর স্বহস্তে লেখা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ১৮-০২-১৯৭৪ তারিখের চিঠি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের স্বহস্তে লিখিত পত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের স্বহস্তে লিখিত পত্র, ১৩-১০-১৯৭৫, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) এর লিখিত পত্র, তারিখ: ২৬.০২.১৯৭৫, সমরেশ বসুর স্বহস্তে লিখিত পত্র, তারিখ: ১১.০১.১৯৭৪	২২.৩X১৭.৫ সে.মি. ২২.৩X১৭.৫ সে.মি. ২২.৩X১৭.৫ সে.মি. ২২X১৩.৫ সে.মি. ২২.৩X১৮.৫ সে.মি.	ঢাকা	উপহার	জনাব মুনা মালতি ৩৭/ইস্কাটন গার্ডেন রোড রমনা, ঢাকা

স্মৃতি নিদর্শন : সনদপত্র, একুশে পদক, অধ্যাপক আলাউদ্দিন আল আজাদ
উপাদান : কাগজ, সময়কাল : ১৯৮৭ খ্রি.
সংগ্রহ নম্বর : ০১.০১.০২২.২০১৯.০০০২০

স্মৃতি নিদর্শন : পদক, চলচ্চিত্র পুরস্কার - ১৯৭৭, অধ্যাপক আলাউদ্দিন আল আজাদ
উপাদান : পিতল, সময়কাল : ১৯৭৭ খ্রি.
সংগ্রহ নম্বর : ০১.০১.০২২.২০১৯.০০০২৯

স্মৃতি নিদর্শন : কলম, অধ্যাপক আলাউদ্দিন আল আজাদ
উপাদান : প্লাস্টিকের ওপর মাল্টিকালার ডিজাইন, সময়কাল : বিংশ শতকের শেষার্ধ (আনু.)
সংগ্রহ নম্বর : ০১.০১.০২২.২০১৯.০০০২৯

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ মাসের সংগৃহীত নিদর্শন

ক্রমিক নং	সংগ্রহ নম্বর	সংগ্রহের তারিখ	নিদর্শনের বিবরণ	পরিমাপ	প্রাপ্তিস্থান	সংগ্রহের ধরণ	সংগ্রাহক/উপহারদাতা
৭.	০১.০১.০২২. ২০১৯.০০০৪৬	২৬.০২.২০১৯	স্মৃতি নিদর্শন: চিঠি, মাধ্যম: কাগজ; কথা সাহিত্যিক শওকত ওসমানের স্বহস্তে লিখিত। মোট: ৩টি	১৩X৯.৫ সে.মি. ১৩X৯.৬ সে.মি. ১৩X৯.৬ সে.মি.	ঢাকা	উপহার	জনাব শরীফ নাফে আস সাবের ১১,সারাহ কোর্ট ওয়ান্টিনা সাউথ ভি/সি ৩১৫২, অস্ট্রেলিয়া।
৮.	০১.০১.০২২.২০১৯.০০০৪৭	২৬.০২.২০১৯	স্মৃতি নিদর্শন: বই, হযবরল; সুকুমার রায় চৌধুরীর লেখা	১৫.৭X১১ সে.মি.	ঢাকা	উপহার	জনাব শরীফ নাফে আস সাবের ১১, সারাহ কোর্ট ওয়ান্টিনা সাউথ ভি/সি ৩১৫২, অস্ট্রেলিয়া।
৯.	০১.০২.০৬৭.২০১৯.০০০৪৮	০৯.০৩.২০১৯	বাদ্যযন্ত্র: তানপুরা; লাউড কাঠ; উপমহাদেশের বরেণ্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সাধক ওস্তাদ গুলমোহাম্মদ খান এর ব্যবহৃত	দৈ. ১৩৮ সে.মি. খোলের তলার ব্যাস ৩২ সে.মি.	ঢাকা	উপহার	জনাব ফারজানা নওশীন খান (বিন্দিয়া) ও জনাব মো. আনসার উদ্দিন খান ৯ নতুন আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১০.	০১.০২.০৬৮.২০১৯.০০০৪৯	০৯.০৩.২০১৯	নকশিকাঁথা: কাপড় ও সুতা; আসনকাঁথা, আয়তাকার নকশাযুক্ত পুরানো কাঁথা।	দৈ. ১৬৭ সে.মি. প্র. ১০৭ সে.মি.	দিনাজপুর	উপহার	জনাব মোছা. সেলিনা আসার রুপা কর্ণপাড়া, উলাইল বাজার, সাভার, ঢাকা।
১১.	০১.০১.০০৩.২০১৯.০০০৫০	১২.০৩.২০১৯	ব্যাংক স্মারক নোট: কাগজ; ৬০(ষাট) টাকা; ভাষা আন্দোলনের ষাট বছর	-	ময়মনসিংহ	উপহার	মো. অলিউল্লাহ, গ্রাম: মহজমপুর রাঘবপুর, থানা: সদর জেলা: ময়মনসিংহ।
১২.	০১.০১.০০৩.২০১৯.০০০৫১	১২.০৩.২০১৯	ব্যাংক স্মারক নোট: কাগজ; ৪০(চলিশ) টাকা; বাংলাদেশের বিজয়ের ৪০ বছর	-	ময়মনসিংহ	উপহার	মো. অলিউল্লাহ, গ্রাম: মহজমপুর রাঘবপুর, থানা: সদর জেলা: ময়মনসিংহ।

স্মৃতি নিদর্শন : রেডিও, দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার ব্যবহৃত
উপাদান : প্লাস্টিক, ধাতব হ্যান্ডেল
সময়কাল : ১৯৬৪ খ্রি., সংগ্রহ নম্বর : ০১.০১.০২২.২০১৯.০০০৩৮

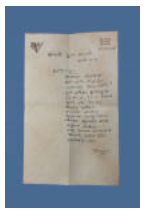

স্মৃতি নিদর্শন : বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) এর লিখিত পত্র
তারিখ: ২৬.০২.১৯৭৫, উপাদান : কাগজ, সময়কাল : ১৯৮৭ খ্রি.
সংগ্রহ নম্বর : ০১.০১.০২২.২০১৯.০০০৪২

বাদ্যযন্ত্র: তানপুরা; লাউড কাঠ;
উপমহাদেশের বরেণ্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সাধক ওস্তাদ গুলমোহাম্মদ খান এর ব্যবহৃত
সংগ্রহ নম্বর : ০১.০২.০৬৭.২০১৯.০০০৪৮

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগারে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত সংগৃহীত বইয়ের তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম	লেখক/সম্পাদক	প্রকাশক	প্রকাশনার স্থান	প্রকাশনার বছর
১	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও শব্দসৈনিক	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	পার্ল পাবলিকেশন	ঢাকা	২০১০
২	মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র	তারেক মাহমুদ	আগামী প্রকাশনী	ঐ	২০১৩
৩	শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দর্শন	কামরুজ্জামান লিটন	প্যাভেল প্রকাশনী	ঐ	২০১৪
৪	আমি মুজিবসেনা বলছি	আবুল খায়ের মোহাম্মদ আবদুল্লাহ	ভিন্নমাত্র প্রকাশনী	ঐ	২০১৯
৫	টাঙ্গাইল জেলার বর্ষসেরা গুণীজন ২০১৬	মো. মাইনূর ইসলাম খোশনবীশ যুবরাজ	ছায়ানীড় প্রকাশনী	ঐ	২০১৭
৬	মাটির কান্না	জসীম উদ্‌দীন	পলাশ প্রকাশনী	ঐ	১৯৫১
৭	ওয়ারিশ সংগীত	শেখ এম. এ ওয়ারিশ	উড়াল প্রকাশনী	ঐ	২০১৪
৮	বৃহত্তম ঢাকা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস	মো.আওলাদ হোসেন	–	ঐ	২০১৮
৯	A Book of Some sclected Articles on Library and Information Science	Dr. Md. Golam Mostafa	Fouzia Prokashoni	Rajshahi	২০০৫
১০	A Book on Some Selected Articles in Bangladesh	Dr. Md. Hanif Uddin	Fouzia Prokashoni	Rajshahi	২০০৫

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরসমূহে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত আগত দর্শক সংখ্যা

মাসের নাম	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা	ওসমানী জাদুঘর সিলেট	জিয়া স্মৃতি জাদুঘর চট্টগ্রাম	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা ময়মনসিংহ	স্বাধীনতা জাদুঘর ঢাকা	পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন জাদুঘর ও লোক সংস্কৃতি কেন্দ্র ফরিদপুর	সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর কুষ্টিয়া
জানুয়ারি	৫৮,৩৩৫ জন	৫৩,৯৮৪ জন	৪০৩ জন	১০,৯৯২ জন	৩,২৩৬ জন	১০,০৬৬ জন	৩,৩৭০ জন	৩০৭ জন
ফেব্রুয়ারি	৭০,৯০৪ জন	৫৩,৭৭০ জন	৪০৫ জন	১২,৪৫১ জন	৩,০১৬ জন	২০,৬৩২ জন	৪,১০৭ জন	৩৯০ জন
মার্চ	৬২,৭৯৭ জন	৬৯,০৭৫ জন	৫৩৫ জন	১১,৭১৫ জন	৩,৪৬৩ জন	১২,৩০০ জন	২,৯১১ জন	৪৫৩ জন
মোট	১,৯২,০৩৬ জন	১,৭৬,৮২৯ জন	১,৩৪৩ জন	৩৫,১৫৮ জন	৯,৭১৫ জন	৪২,৯৯৮ জন	১০,৩৮৮ জন	১,১৫০ জন

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রকাশনার তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকাশনার নাম	লেখক/সম্পাদক/প্রকাশক	প্রকাশকাল	মূল্য
		গ্রন্থ		
১	বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা	এনামুল হক	১৯৭৮	২৫.০০
২	The Aesthetics & Vocabulary of Nakshi Kantha	পারভীন আহমেদ	১৯৯৭	৫৫০.০০
৩	বিস্মৃত সুরশিল্পী কে. মল্লিক : অপ্রকাশিত আত্মকথা	আবুল আহসান চৌধুরী	২০০১	১০০.০০
৪	মহাস্থান	আফরোজ আকমাম	২০০৬	৭৭৫.০০
৫	Iconography of Buddhist & Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum	নলিনীকান্ত ভট্টাশালী	২০০৮	৮০০.০০
৬	Bangladesh Kantha Art in the Indo - Gangetic Matrix	পারভীন আহমেদ	২০০৯	২৫০.০০
৭	Centenary Commemorative Volume (স্মারক গ্রন্থ)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	১,০০০.০০
৮	জয়নুল আবেদিন: শিল্পী ও শিল্পকর্ম (২য় সংস্করণ)	সৈয়দ আলী আহসান	২০১৫	৯০০.০০
৯	বাংলাদেশের দারুশিল্প	ড. জিনাত মাহরুখ বানু	২০১৬	২,৫০০.০০
১০	A Revered Offering To Nalini Kanta Bhattasali: A Versatile Scholar	আবদুল মমিন চৌধুরী	২০১৬	৮০০.০০
১১	সার্ধশত জন্মবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ দীনেশচন্দ্র সেন	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	১০০.০০
১২	২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ছাত্র হত্যাকাণ্ড: এলিস কমিশন রিপোর্ট	রাশেদ রাহম	২০১৮	৬০০.০০
১৩	Women In Bangladesh Liberation War Rediscovered In Madonna Series	সেলিমা চৌধুরী	২০১৮	১,২০০.০০
১৪	Traditional Jamdani Design	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ	২০১৮	৩,০০০.০০
১৫	Islamic Art Heritage of Bangladesh (২য় সংস্করণ)	এনামুল হক	২০১৮	২,৫০০.০০
১৬	নজরুল পাণ্ডুলিপি	ড. স্বপন কুমার বিশ্বাস	২০১৮	১,০০০.০০
১৭	বঙ্গবন্ধু: নির্ভীক রাষ্ট্রনায়ক	মো. আব্দুল মান্নান ইলিয়াস	২০১৯	৫০০.০০
		জার্নাল		
১৮	বাংলাদেশ ললিতকলা, ভলিউম-২, নম্বর-১	শেখ আকরাম আলী	১৯৯৪	১০০. ০০
১৯	The Journal of Bangladesh National Museum, No. 4	প্রফেসর মাহমুদুল হক	২০০৫	১৫০.০০
২০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পত্রিকা	প্রকাশ চন্দ্র দাস	২০১৩	৫০০.০০
২১	The Journal of Bangladesh National Museum Vol. -5	ফয়জুল লতিফ চৌধুরী	২০১৫	৩০০.০০
		প্রদর্শনীর ক্যাটালগ/ ফোল্ডার		
২২	বাংলাদেশের উপজাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রা বিশেষ প্রদর্শনী ১৪০০ সাল	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	১৯৯৪	১০.০০

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রকাশনার তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকাশনার নাম	লেখক/সম্পাদক/প্রকাশক	প্রকাশকাল	মূল্য
	প্রদর্শনীর ক্যাটালগ/ ফোল্ডার			
২৩	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৯৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রদর্শনী	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১০	২৫.০০
২৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দ্বারোদঘাটন দিবস উপলক্ষ্যে কারুশিল্প মেলা ২০১০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১০	২৫.০০
২৫	বিশেষ অলংকার প্রদর্শনী ২০১২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	৩০.০০
২৬	স্বাধীনতা সংগ্রাম	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	৫০.০০
২৭	ভাষা আন্দোলন	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	৫০.০০
২৮	মুক্তিযুদ্ধ	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	৫০.০০
২৯	স্বাধীন বাংলাদেশ	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	৫০.০০
৩০	কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন ব্যবহার নীতিমালা	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	২৫.০০
৩১	প্রধান মিলনায়তন ব্যবহার নীতিমালা	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	২৫.০০
৩২	নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারি ব্যবহার নীতিমালা	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	২৫.০০
৩৩	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ২০১৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	৩০০.০০
৩৪	দুর্লভ বই ও সাময়িকীর বিশেষ প্রদর্শনী ২০১৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	৭৫.০০
৩৫	বিশেষ প্রদর্শনী ২০১৩ (চারটি কিউরেটরিয়াল বিভাগের সংগৃহীত নিদর্শন)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	২০০.০০
৩৬	জয়নুল আবেদিনের জন্মশতবার্ষিকী ২০১৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৪	১০০.০০
৩৭	গণহত্যা ও নির্যাতন ১৯৭১ (ইংরেজি)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৪	২০.০০
৩৮	আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বা.জা.জা. সংগৃহীত শিল্পকর্মের বিশেষ প্রদর্শনী - ২০১৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৪	২০০.০০
৩৯	ইতালীয় শিল্পী, স্থপতি ও অধ্যাপক তারশিতো নিকোলা স্ট্রিপলি	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	৫০০.০০
৪০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকর্ম প্রদর্শনী ২০১৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	১০০.০০
৪১	A Descriptive Catalogue of the Arabic and Persian Inscriptions In The Bangladesh National Museum, Volume - 01/2016	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	১,০০০.০০
৪২	A Descriptive Catalogue of the Terracotta Objects In The Bangladesh National Museum, Volume - 02/2016	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	৩,০০০.০০
৪৩	A Descriptive Catalogue of Mollusc Shell In The Bangladesh National Museum, Volume - 03/2016	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	৩,০০০.০০
৪৪	Descriptive Catalogue of the textile Objects In BANGLADESH NATIONAL MUSEUM –Volume - 04/2016	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	৩,০০০.০০
৪৫	বঙ্গবন্ধু: মৃত্যুঞ্জয়ী মহানায়ক	আব্দুল মান্নান ইলিয়াস	২০১৮	৪০০.০০
৪৬	হাসুমনির বাংলাদেশ	মো. মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী	২০১৮	৩০০.০০

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রকাশনা

ক্রমিক নং	প্রকাশনার নাম	লেখক/সম্পাদক/প্রকাশক	প্রকাশকাল	মূল্য
	অ্যালবাম			
৪৭	চিত্রধারায় বঙ্গবন্ধু	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৪	১০০.০০
৪৮	বাংলাদেশের কারেন্সি নোট সেট	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	২৩০০.০০
৪৯	বাংলাদেশের স্ট্যাম্প সেট	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	২০০.০০
৫০	Master Artists of Bangladesh Zainul Abedin	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	১৫০০.০০
৫১	আলোকচিত্রে সেকালের ঢাকা (৩য় সংস্করণ)	ফয়জুল লতিফ চৌধুরী	২০১৮	৩০০০.০০
	পোস্ট কার্ড			
৫২	আহসান মঞ্জিল জাদুঘর	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	-	৫.০০
৫৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	-	৫.০০
৫৪	জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকী ২০১৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৪	১০০.০০
৫৫	কামরুল হাসান	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	১০০.০০
৫৬	এস. এম সুলতান	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	১০০.০০
৫৭	শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	১০০.০০
	পোস্টার			
৫৮	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১০	২০.০০
৫৯	এস. এম সুলতান	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১০	২০.০০
৬০	কামরুল হাসানের শিল্পকর্ম	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১০	২০.০০
৬১	১৮ মে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস ২০১৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৪	৫০.০০
৬২	গণহত্যা ও নির্যাতন ১৯৭১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৪	২০.০০
	স্যুভেনির			
৬৩	পেপার ওয়েট (পুরাতন)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	১৯৯৮	২৫.০০
৬৪	কোট পিন	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	১৯৯৮	১৫.০০
৬৫	কফি মগ (শতবর্ষ)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	৩০০.০০
৬৬	ব্যাগ (শতবর্ষ)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	৬০০.০০
৬৭	পেপার ওয়েট (শতবর্ষ)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	১২০.০০

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রকাশনা

৬৮	টি-শার্ট (শতবর্ষ)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	৩০০.০০
৬৯	ধাতব স্মারক মুদ্রা (শতবর্ষ)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	৩,০০০.০০
৭০	পিতলের তৈরি নৌকা (বড়)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	১৩৮০.০০
৭১	সিলভারের তৈরি সিএনজি (বড়)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	৫১৮.০০
৭২	কাঠের তৈরি হারিকেন	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	৫১৮.০০
৭৩	কাঠের তৈরি রেহাল (বড়)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	৬৬০.০০
৭৪	কাঠের তৈরি তাজমহল	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	৪৪০.০০
৭৫	১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের আত্মসমর্পণ দৃশ্যের টেরাকোটা দলিলের রেপ্লিকা স্মারক (ক্রেস্ট)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	১,০০০.০০
৭৬	ভাস্কর নভেরা আহমদের পরিবার রেপ্লিকা	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৮	২,৩০০.০০
	নিদর্শন গ্যালারির তথ্যচিত্র (VCD)			
৭৭	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিসমূহে প্রদর্শিত নিদর্শনের তথ্যচিত্র ("Meet Bangladesh National Museum" VCD)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০০৬	১০০.০০
	পরিচিতি			
৭৮	পরিচিতি: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১০	১৫.০০
৭৯	পরিচিতি: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১১	২০.০০

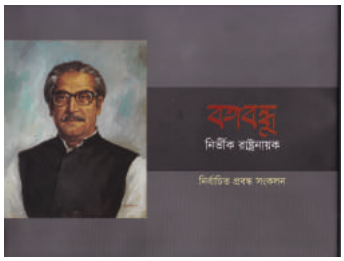

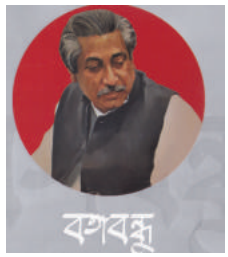

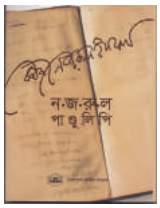

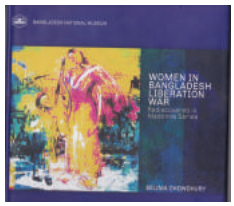

যোগদান ও বদলি

জনাব মো. সাদ্দাম হোসেন ৫ জানুয়ারি ২০১৯ সালে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে যোগদান করেন। তিনি ২৬ জানুয়ারি ১৯৯১ সালে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার তগীর পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো. মনজুরুল ইসলাম এবং মাতা মোছা. বুলবুলি বেগম।

জনাব ইমরুল কায়েস ১ জানুয়ারি ২০১৯ সালে সহকারী অডিটরিয়াম ম্যানেজার পদে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে যোগদান করেন। তিনি ০৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ সালে দিনাজপুর জেলার খানসামা থানার সুবর্ণখুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো. আজিজুল ইসলাম এবং মাতা মোছা. লতিফা বেগম।

জনাব মো. মোজাহার রহমান শাহ্ ৫ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে সহকারী কীপার (জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা) পদে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে যোগদান করেন। তিনি ২৯ নভেম্বর ১৯৯১ সালে রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার শাহপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম মো. মতিয়ার রহমান শাহ্ এবং মাতা মোছা. মাজেদা বেগম।

জনাব মো. শাহীন আলী ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ সালে সাউন্ড রেকর্ডিস্ট পদে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে যোগদান করেন। তিনি ১৫ মে ১৯৮৮ সালে রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার চৌমুহনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আঃ সালাম এবং মাতা মোছা. আখলিমা বেগম।

জনাব পলাশ চন্দ্র কর্মকার ২ জানুয়ারি ২০১৯ সালে সহকারী রসায়ণবিদ (সংরক্ষণ রসায়ন বিভাগ) পদে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে যোগদান করেন। তিনি ২০ নভেম্বর ১৯৮৯ সালে নাটোর জেলার গুরুদাসপুর থানার গুরুদাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা নবীন চন্দ্র কর্মকার এবং মাতা প্রভা রানী কর্মকার।

জনাব মো. আমির হামজা ১ জানুয়ারি ২০১৯ সালে স্টেজ সহকারী পদে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে যোগদান করেন। তিনি ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল থানার চন্ডিপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো. শাহজাহান ভূঁইয়া এবং মাতা হোসনে আরা।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনা টিকেটে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ 'শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনা টিকেটে পরিদর্শনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহ খোলা রাখা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং স্বাধীনতা জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এর পাশাপাশি জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহে 'সুন্দর বাংলা হাতের লেখা' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

'Bangladeshi Immigration Day' Proclaimed হস্তান্তর অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সিনেপ্লেক্স-এ ৬ মার্চ ২০১৯ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা জনাব বিশ্বজিত সাহা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি এর নিকট 'Bangladeshi Immigration Day' Proclaimed হস্তান্তর করেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলায় ভাষণের তারিখ New York State 'Bangladeshi Immigration Day' ঘোষণা করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনা টিকেটে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহ পরিদর্শন ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনা টিকেটে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহ ১৭ মার্চ ২০১৯, রবিবার খোলা রাখা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং স্বাধীনতা জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহে 'চিত্রাঙ্কণ' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া: বাংলাদেশের আধুনিক পরমাণু বিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া: বাংলাদেশের আধুনিক পরমাণু বিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ শীর্ষক সেমিনার ২০ মার্চ ২০১৯, বুধবার বিকাল ৪.৩০ মিনিটে কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন থিংকট্যাঙ্ক জন্মভূমি রিসার্চ সেন্টারের কর্মাধ্যক্ষ জনাব আসিফ কবীর। সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক বিশেষ সহকারী অধ্যাপক সেলিমা খাতুন এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নঈম চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক ড. সুলতানা শফি।

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া: বাংলাদেশের আধুনিক পরমাণু বিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ শীর্ষক সেমিনার

গণহত্যা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন

গণহত্যা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ২৫ মার্চ ২০১৯, সোমবার বিকাল ৪:০০ টায় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি, আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান

ফোকলোরবিদ ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন এবং বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা লে: কর্নেল (অব:) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি শিল্পী হাশেম খান।

গণহত্যা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে
কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আলোচনা সভা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি দেশবরেণ্য শিল্পী হাশেম খান ২৬ মার্চ ২০১৯, মঙ্গলবার সকাল ১১.০০ টায় দিনব্যাপী চলচ্চিত্র এবং ২৬ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত পাঁচ দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে
মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনা টিকেটে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহ পরিদর্শন ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনা টিকেটে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহ ২৬ মার্চ খোলা রাখা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং স্বাধীনতা জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহে 'চিত্রাঙ্কণ' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯
মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি পরিদর্শনে আগত শিক্ষার্থীদের একাংশ

সচিত্র তথ্যকণিকা

৪৩তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা ২০১৯-এ বাংলাদেশ
জাতীয় জাদুঘরের অংশগ্রহণ

বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলা ২০১৯-এ
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অংশগ্রহণ

টুঙ্গিপাড়াস্থ বঙ্গবন্ধু সমাধি কমপ্লেক্সের গ্রন্থ প্রদর্শনী
২০১৯-এ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অংশগ্রহণ

কথ্য ইতিহাস ধারণ ও সংরক্ষণ

ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতে চলে। আর মানুষ তার কর্ম দিয়ে ইতিহাসের চূড়ায় পা রাখেন। একজন মানুষ তার পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর মধ্যে বেড়ে উঠতে উঠতে নিজেকে শাণিত করেন। তাদের মত ভিন্ন থাকে কিন্তু পথ এক। সেই পথের নাম হয় 'কীর্তি'। এই কীর্তির জন্য যত সাধনা, যত কর্মযজ্ঞ। 'কর্মই ধর্ম'। তাই কীর্তিমানেরা তাদের সাধনা ও কর্ম দিয়ে ধর্মের মতো পবিত্র করে তুলেন জীবনকে। তাদের জীবন বর্ণাঢ্য হয় সত্যি; কিন্তু বর্ণাঢ্যের চূড়ায় উঠতে গিয়ে তাদের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, নানা চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়। তিনি হোন একজন শিক্ষক, একজন ইতিহাসবিদ, একজন রাজনীতিবিদ, একজন শিল্পী, একজন লেখক, একজন সমাজবিদ, একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, একজন সংস্কৃতিজন, একজন সমাজসেবী, একজন প্রশাসক, একজন সাংবাদিক, একজন সংগঠক, একজন মুক্তিযোদ্ধা কিংবা একজন ভাষাসংগ্রামী।

তাঁরা তাদের যাপিত জীবনের চোখ দিয়ে অবলোকন করেন প্রকৃতি-নিসর্গ, মানুষ আর মানব সৃষ্টির নানা মাত্রিক উপাদান। অবলোকন করতে করতে হয়ে উঠেন একজন পরিণত ও অভিজ্ঞ মানুষে। অভিজ্ঞতা অর্জন শেষে ক্রমেই অবদান রাখেন নিজের পরিবার, সমাজ ও জাতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশের এই কীর্তিমান মানুষদের জীবন সৌন্দর্য ধারণ ও সংরক্ষণের জন্যই বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর উদ্যোগ গ্রহণ করে 'কথ্য ইতিহাস প্রকল্প'র। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সালাহউদ্দিন আহমেদের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় ২০১৩ সালে। জাদুঘর কর্তৃক গঠিত ও ড. শিহাব শাহরিয়ারের নেতৃত্বে কথ্য ইতিহাস ধারণ কমিটি ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত প্রায় ১১৫ জনের অডিও-ভিডিও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এটি একটি চলমান কর্মসূচি। শ্রুতিচিত্রণ কর্মকর্তা জনাব সেলিনা বেগমের মাধ্যমে অডিও-ভিজ্যুয়াল শাখায় ধারণকৃত সাক্ষাৎকারগুলো সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণকালীন নেতৃত্বদানকারী ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এস.পি মাহবুবের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ও সাহিত্যজন গোলাম কুদ্দুস

প্রখ্যাত নাট্যজন ও নৃত্যশিল্পী লায়লা হাসানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মুনমুন আহমেদ

শব্দসৈনিক, বাচিকশিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা গাজী মাজহারুল ইসলামের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন অন্যপ্রকাশের প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং ডাকসুর সাবেক ভিপি নূরে আলম সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ও সাহিত্যজন গোলাম কুদ্দুস

স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন বিশিষ্ট সুরকার ও গীতিকার কবির বকুল

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চিত্রশিল্পী পটুয়া কামরুল হাসানের ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শিল্পীর সমাধিতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পক্ষ হতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়াধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সাথে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০১৯ ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়াধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সাথে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ ২০১৯ সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়াধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সাথে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০১৯ টুঙ্গিপাড়াস্থ বঙ্গবন্ধু সমাধি কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

বিদেশ ভ্রমণ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জনশিক্ষা বিভাগের কীপার ড. শিহাব শাহরিয়ার Approval for participation of the representatives of Departments/agencies under the Ministry of Cultural Affairs for the 43th International Kolkata Book Fair 2019 and Artists (singer) for the Cultural fuction of 'Bangladesh Day'-তে ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ থেকে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ভারত ভ্রমণ করেন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শিক্ষা অফিসার জনাব সাইদ সামসুল করীম Approval for participation of the representatives of Departments/agencies under the Ministry of Cultural Affairs for the 43th International Kolkata Book Fair 2019 and Artists (singer) for the Cultural fuction of 'Bangladesh Day'-তে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ভারত ভ্রমণ করেন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব মো. রিয়াজ আহম্মদ Approval for the participation of the honorable State Minister and high officials team to visit the 43th International Kolkata Book Fair, 2019 (08-11 February 2019) in Kolkata, India-তে ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ভারত ভ্রমণ করেন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জনশিক্ষা বিভাগের কীপার ড. শিহাব শাহরিয়ার ১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখ থেকে ১৯ মার্চ ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত কলকাতা উপ-হাইকমিশনের আমন্ত্রণে 'জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯'-এ যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমণ করেন।

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দু'টি মিলনায়তন, একটি প্রদর্শনী গ্যালারি এবং একটি সিনেপ্লেক্সে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়োজিত অনুষ্ঠানের তালিকা

মাসের নাম	প্রধান মিলনায়তন	কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন	নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারী	সিনেপ্লেক্স
জানুয়ারি	১৭ টি অনুষ্ঠান (২৯ শিফট)	১৯ টি অনুষ্ঠান (২৬ শিফট)	১ টি প্রদর্শনী (৫ দিন)	৫ টি অনুষ্ঠান (১০ শিফট)
ফেব্রুয়ারি	১০ টি অনুষ্ঠান (১১ শিফট)	২৪ টি অনুষ্ঠান (৩১ শিফট)	২ টি প্রদর্শনী (৯ দিন)	২ টি অনুষ্ঠান (২ শিফট)
মার্চ	১৩ টি অনুষ্ঠান (১৫ শিফট)	১৮ টি অনুষ্ঠান (২৫ শিফট)	৩ টি প্রদর্শনী (১০ দিন)	৩ টি অনুষ্ঠান (৩ শিফট)

ঐতিহ্য সংরক্ষণে জাদুঘর

জাদুঘর পরিদর্শন করুন
নিজের ইতিহাসকে জানুন

জাদুঘর পরিদর্শনের সময়সূচি

শনিবার থেকে বুধবার
সকাল ১০:৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৫:৩০ মিনিট
শুক্রবার বিকাল ৩:০০ মিনিট থেকে রাত ৮:০০ মিনিট

বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ছুটি
অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনে জাদুঘর বন্ধ থাকে

জাদুঘর পরিদর্শনে দেশি-বিদেশি দর্শক ও
শিক্ষার্থীদের জন্য গাইড সেবার ব্যবস্থা রয়েছে
অপারগ এবং প্রতিবন্ধী দর্শকদের জন্য
হুইল চেয়ার সেবা প্রদান করা হয়
জাদুঘরের সময়সূচী অনুযায়ী বিক্রয় কেন্দ্র খোলা থাকে।

জাদুঘর সমাচার

জানুয়ারি-মার্চ-২০১৯

Bangladesh National Museum
NEWS LETTER
January-March 2019

নামপত্র অলঙ্করণ
কাইয়ুম চৌধুরী

উপদেষ্টা মণ্ডলী
কে এম খালিদ এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল
ভারপ্রাপ্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হাশেম খান
সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

সম্পাদক
মো. রিয়াজ আহম্মদ

নির্বাহী সম্পাদক
ড. শিহাব শাহরিয়ার

সহযোগিতায়
সাইদ সামসুল করীম
ইকবাল হাসান
প্রশান্ত কুমার শীল
ইয়াসীন আরাফাত

আলোকচিত্র
মো. আছাদুজ্জামান

ডিজাইন
চঞ্চল কুমার শীল

প্রকাশক
শঙ্কর কুমার সাহা
প্রকাশনা অফিসার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত
প্রকাশকাল : মে ২০১৯

ফোন : ৮৮-০২-৮৬১৯৩৯৬-৪০০
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৬১৫৫৮৫
ই-মেইল : dgmuseum@yahoo.com
ওয়েব : www.bangladeshmuseum.gov.bd

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫